সূচিপত্র

১.	অবতরনিকা			৩
২.	চা চাষের আর্থিক ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা			৩-৪
৩.	চা শিল্পের অর্জিত সাফল্য			৪-৫
৪.	চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা			৫
	ক.	উৎপাদন ও অভ্যন্তরীণ ভোগের প্রভাব		৫-৬
	খ.	চা আমদানির নেতিবাচক প্রভাব		৬
	গ.	চা চাষ এলাকার বর্তমান অবস্থা		৬
	ঘ.	ইজারা পদ্ধতি		৬
	ঙ.	শ্রমিক মজুরী		৬
	চ.	চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ ও স্পেয়ার পার্টর্স আমদানি		৭
	ছ.	বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ		৭
	জ.	চট্টগ্রামের চা বাগান সমূহে গ্যাস সংযোগ থাকা		৭
	ঝ.	বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব		৭
	ঞ.	মাটির উর্বরতা হ্রাস		৭
৫.	চা বাগানের মালিকানার ধরণ			৭
৬.	ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমী উদ্যোগ			৮
৭.	বাংলাদেশ চা বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলী			৮
৮.	চা নিলাম পদ্ধতি			৮
৯.	চায়ের ব্রান্ডিং			৮
১০.	প্রভাব			৮-৯
১১.	চা শিল্প উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা			৯
	ক.	চাহিদা মেটানো		৯
		০১.	সম্প্রসারণের সুযোগ	৯-১০
		০২.	পুনরাবাদ এর মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিকরণ	১০
		০৩.	নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদশীলতা বৃদ্ধিকরণ	১০
		০৪.	ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাসকরণ	১০
	খ.	কর্মসংস্থান		১০
	গ.	নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা		১০
	ঘ.	বৈদেশিক মুদ্রা আয়		১০
	ঙ.	দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা		১০
১২.	ভবিষ্যৎ সমীক্ষার প্রয়োজনীতা			১০-১১
	ক.	ভূমি ব্যবহার ও চা চাষের উপযোগী ভূমি নির্বাচন		১১
	খ.	আমদানি ও উৎপাদন এর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক খাত নির্ধারণ		১১
	গ.	চা চাষে সেচের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি নির্ধারণ		১১-১২
১৩	চা খাত উন্নয়নের কৌশলগত দূরদৃষ্টি			১২
	ক.	আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন		১২
	খ.	রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ		১২
	গ.	কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি		১২
	ঘ.	দারিদ্র্য বিমোচন		১২
	ঙ.	নারীর ক্ষমতায়ান ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা		১২
	চ.	স্বাস্থ্য সেবা		১২
	ছ.	চা কারখানা আধুনিকীকরণ		১২
	জ.	অবকাঠামো উন্নয়ন		১২
	ঝ.	পরিবেশ		১২
১৪.	বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ এর পরিকল্পনা			১২
১৫.	২০০৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১			১২
	ক.	কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা 'ভিশন-২০২১' এর লক্ষ্য		১৩
	খ.	বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ এর যৌক্তিকতা		১৩

১৬.	বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ এর সক্ষমতা,দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ		১৩-১৪
১৭.	বাংলাদেশ চা শিল্পের সমস্যা ও সমাধান		১৪
১৮.	চা আবাদ সম্প্রসারণে ধ্বংসকারী ঝুঁকিসমূহ		১৪
	ক.	শস্য আবাদ ধরণের পরিবর্তন	১৪
	খ.	আবহাওয়া পরিবর্তন	১৪
	গ.	অতিরিক্ত চা আমদানি	১৫
	ঘ.	শ্রমিক স্বল্পতা	১৫
১৯.	চা শিল্পের উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা		১৫
	ক.	স্বল্প মেয়াদী (৫ বছরের জন্য)	১৫
	খ.	মধ্য মেয়াদী(১০ বছরের জন্য)	১৫
	গ.	দীর্ঘ মেয়াদী(১০ বছরের অধিক মেয়াদী)	১৬
	ঘ.	মাস্টার পরিকল্পনা	১৬
২০.	বাংলাদেশ চা শিল্পের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনা (Action plan)		১৬-১৭
	ক.	উন্নয়নশীল চা বাগানগুলোর উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	১৬-১৭
	খ.	স্বল্প উন্নত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন	১৭-১৮
	গ.	ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণ	১৮
	ঘ.	চা কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ	১৮-১৯
	ঙ.	প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট শক্তিশালীকরণ	১৯
	চ.	বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১৯-২১
	ছ.	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	২১
	জ.	চা বাগানের সেচ সুবিধাদির উন্নয়ন	২১
	ঝ.	চা বাগানে শ্রম কল্যাণ	২১-২২
	ঞ.	চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	২২-২৪
	ট.	প্রভাব	২৪-২৫
	ঠ.	ঝুকি মোকাবেলা	২৫
২১.	বাংলাদেশ চা শিল্পের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনাসমূহ		২৫
	ক.	উন্নয়নশীল চা বাগানগুলোর উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	২৫-২৬
	খ.	স্বল্প উন্নত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন	২৬-২৭
	গ.	ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণ	২৭-২৯
	ঘ.	চা কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ	২৯-৩০
	ঙ.	প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট শক্তিশালীকরণ	৩০
	চ.	বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	৩০-৩১
	ছ.	অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৩১
	জ.	চা বাগানের সেচ সুবিধাদির উন্নয়ন	৩১-৩২
	ঝ.	চা বাগানে শ্রম কল্যাণ	৩২-৩৩
	ঞ.	চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	৩৩-৩৪
২২.	চা এর সরবরাহ ও চাহিদা		৩৪
২৩.	অর্থায়ন পদ্ধতি		৩৪
২৪.	চা শিল্পে মূল্য সংযোজন		৩৪
	ক.	চা এর উদ্দিষ্ট ভোক্তা	৩৪
	গ.	প্রচারণা	৩৪
	ঘ.	দ্রব্য পার্থক্যকরণ (পণ্য বিভেদ)	৩৫
২৫.	বাংলাদেশ চায়ের জন্য ব্র্যান্ড তৈরি		৩৫
২৬.	সুপারিশ		৩৫
২৭.	উপসংহার		৩৫-৩৬

উন্নয়নের পথ নকশাঃ বাংলাদেশ চা শিল্প

১. অবতরনিকা: *চা বর্তমানে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয় । বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ লোক এটি পান করে থাকে। ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনিছড়ায় প্রথম বাণিজ্যিক চা চাষ শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে চা আবাদ শ্রমঘন কৃষি ভিত্তিক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে চা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে চা শিল্পের বিকাশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। ১৯৫৭-৫৮ সময়ে তিনি বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়ে চাষাবাদ, কারখানা উন্নয়ন এবং শ্রম কল্যাণের ক্ষেত্রে চা শিল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং কার্যকর উদ্যোগের ফলে চা'এর উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে এ দেশের চা শিল্পের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।*

১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে চা শিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী অধিকাংশ চা কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। ফলে দুর্বল ব্যবস্থাপনা, জনবল স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত উৎপাদন উপকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা যন্ত্রপাতি, দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কারণে চায়ের উৎপাদন ও গুণগতমান ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহনের ফলে এই বিধ্বস্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্বাসিত করা সম্ভব হয়। স্বাধীনতাত্তোর নতুন সরকার চা শিল্পের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য চা বাগানগুলোর পুনর্বাসন, নতুন চা এলাকা সম্প্রসারণ, চা কারখানা আধুনিকীকরণ, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি সম্ভাব্য সমীক্ষা পরিচালনা করে। এ সময়ে চা শিল্পের পুনর্বাসন ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু কমনওয়েলথ সচিবালয়কে অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে এদেশের উৎপাদিত চা কেবল মাত্র পাকিস্তানে বিক্রয় করা হতো। এ সময়ে চা পাকিস্তানের বাজার উপযোগী করে তৈরী করা হতো। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের একক ও সুরক্ষিত পাকিস্তানি বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে চায়ের নিলাম মূল্য উৎপাদন খরচের নিচে নেমে যায়। এসময় সরকার বিকল্প রপ্তানি বাজার অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। চা শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২-১৯৭৪ সন পর্যন্ত চা উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি প্রদান করার পাশাপাশি ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহ করেন। চা কারখানাগুলো পুনর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু 'ইন্ডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' থেকে ৩০ লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা মুল্যের ঋণ নিয়ে চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি করেন। বঙ্গবন্ধু চা বাগান মালিকদেরকে ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সংরক্ষণের অনুমতি প্রদান করেন।

এক সময় চা আমাদের গৌরবময় রপ্তানি পণ্য ছিল। সময়ের বিবর্তনে উৎপাদনের নিম্নগতি, অভ্যন্তরীণ চাহিদার ক্রমবৃদ্ধি এবং চা উৎপাদনকারী অন্যান্য দেশের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে চায়ের রপ্তানি হ্রাস পায়। বর্তমানেও বাংলাদেশের চা শিল্প বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অপর্যাপ্ত অর্থায়ন, উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি এবং অনুন্নত অবকাঠামো। এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং চা শিল্পের উন্নয়নে এ পথ নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

০২. চা চাষের আর্থিক ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা: *১৮৫৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ শুরু হয়। সে হিসেবে বাংলাদেশে চা চাষের বয়স প্রায় ১৫০ বৎসর। তৎসময়ে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের পর চা গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য হিসেবে বিবেচিত হত। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিসহ নানা কারণে চা রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে চা চাষে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ ৫৮,৭১৯ হেক্টর। ২০১৪ সনে হেক্টর প্রতি চা উৎপাদন ১,২৩০ কেজি [মোট চা উৎপাদন ৬৩.৮৮ মিলিয়ন কেজি ÷ মোট চাষাধীন এলাকা ৫৮৭১৯ হেক্টর – ০ হতে ৫ বছরের অপরিণত এলাকা ৬৭৮৬ হেক্টর = ১২৩০ কেজি]। বর্তমানে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারীসহ উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহে ক্ষুদ্রায়াতন চায়ের আবাদ শুরু হয়েছে। "Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশে ক্ষুদ্রায়াতন চা আবাদ আশাব্যঞ্জক সাফল্য লাভ করেছে। এ পর্যন্ত চা শিল্পে প্রায় ১,৩৩,০০০জন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে ঢালু জমিতে চা চাষ ব্যতীত অন্য কোন চাষাবাদ লাভজনক হয় না। চা আবাদযোগ্য জমিতে অন্য কোন চাষাবাদ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয় না বিধায় চা চাষে আমাদের অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে।*

বিদ্যমান ১৬৬টি চা বাগানের ভূমির প্রকৃতি পর্যালোচনায় দেখা যায় এগুলির আওতাধীন ১,১৬,১৭২ হেক্টর জমির মধ্যে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬৫,২১৭ হেক্টর। এসকল জমির বিবরণ নিম্নরূপঃ

জমির প্রকৃতি	পরিমাণ (হেক্টর)	%
চাষযোগ্য জমি	৬৫,২১৭	৫৬.১৪% (১১৬১৭২ হেক্টর জমির মধ্যে)
টিলা	৩৯,১৩০	৬০% (৬৫২১৭ হেক্টর জমির মধ্যে)
সমতল	২৬,০৮৭	৪০% (৬৫২১৭ হেক্টর জমির মধ্যে)
চাষের আওতায় জমি	৫৮,৭১৯	৯০.০৪% (৬৫২১৭ হেক্টর জমির মধ্যে)
টিলা	৩৫,২৩১	৬০.০০% (৫৮৭১৯ হেক্টর জমির মধ্যে)
সমতল	২৩,৪৮৮	৪০.০০% (৫৮৭১৯ হেক্টর জমির মধ্যে)
চা সম্প্রসারণযোগ্য জমি	৬৪৯৮	৯.৯৬% (৬৫২১৭ হেক্টর জমির মধ্যে)

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায় মোট চা চাষযোগ্য জমির ৬০% টিলা এবং ৪০% সমতল। এসব জমিতে জৈব পর্দাথের পরিমাণ প্রায় ১.৪৭%। এত কম উর্ব্বর জমিতে চা ছাড়া আর কোন ফসল চাষাবাদ করা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয় । এ কারণেই গত প্রায় ১৫০ বছর ধরে এসব জমিতে শুধু চা চাষ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক বিবেচনায় চা সম্প্রসারণযোগ্য ৬৪৯৮ হেক্টর জমি চা আবাদের আওতায় আনতে হবে।

চা চাষ বহির্ভূত জমির বিবরণ নিম্নরূপঃ

জমির প্রকৃতি	পরিমাণ (হেক্টর)	%
কৃষি কাজে ব্যবহৃত জমি(হেক্টর) রাবার, বাঁশ, রোপিত গাছ, প্রাকৃতিক জঙ্গল, ছণ	২৭,৮১৭ হেক্টর	৫৪.৫৯% (৫০,৯৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে)
ধান ক্ষেত	১২,২৯২ হেক্টর	২৪.১২% (৫০৯৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে)
পতিত জমি, জলাশয়, মসজিদ,মন্দির, গীর্জা, কবর, শ্মশান, কারখানা, বাংলো, স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা	১০,৮৪৬ হেক্টর	২১.২৯% (৫০৯৫৫ হেক্টর জমির মধ্যে)
মোট জমির পরিমান	৫০,৯৫৫ হেক্টর	

বিদ্যমান ১৬৬টি চা বাগানের রির্টান-২ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট ভূমির পরিমাণ ১,১৬,১৭২ হেক্টর । তন্মধ্যে চা চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬৫,২১৭ হেক্টর। বাকী ৫০,৯৫৫ হেক্টর জমি চা বহির্ভূত এলাকা। চা চাষ বর্হিভূত ৫০,৯৫৫ হেক্টর জমির মধ্য হতে ২৭,৮১৭ হেক্টর জমিতে রাবার, বাঁশ, রোপিত গাছ, প্রাকৃতিক জঙ্গল, ছণ ইত্যাদি আছে, যা চা চাষ বহির্ভূত জমির ৫৪.৫৯% এবং ইজারা প্রাপ্ত জমির ২৩.৯৪%। এখানে উল্লেখ্য এ জমি চা বাগনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা চা চাষের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন কারণে বাঁশ, রোপিত গাছ এবং প্রাকৃতিক জঙ্গল কমে গেলে চা চাষ বিপর্যস্ত হতে পারে। তা ছাড়াও ১২,২৯২ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয়। এ জমিতে চা শ্রমিকরা ধান চাষ করছে। চা বাগানের রেজিষ্টার্ড শ্রমিকদেরকে রেশন দেয়া হয়। যে সব রেজিষ্টার্ড শ্রমিক রেশন নিতে আগ্রহী নয় তাদেরকে চা বাগানের পঞ্চায়েতের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে বাগান কর্তৃপক্ষ ধান চাষের জন্য এ জমি বন্টন করে থাকে। ১০,৮৪৬ হেক্টর জমিতে মসজিদ,মন্দির, গীর্জা, কবর, শ্মশান, কারখানা, বাংলো, স্কুল, হাসপাতাল, রাস্তা, পতিত জমি ও জলাশয় অবস্থিত। এটাও বাগানের অবিচ্ছেদ্য অংশ অর্থাৎ ১৬৬টি চা বাগানের আওতাধীন ১,১৬,১৭২ হেক্টর জমির মধ্যে পুরোটাই চা উৎপাদন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বর্তমানে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারীসহ উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহে এবং চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ক্ষুদ্রায়াতন চায়ের আবাদ শুরু হয়েছে। “Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts" এবং “Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্রায়াতন চা আশাব্যঞ্জক সাফল্য লাভ করেছে এবং চা চাষ জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। নর্দার্ন বাংলাদেশ এবং লালমনিরহাট জেলার জন্য আরো ২টি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছে।

০৩. চা শিল্পের অর্জিত সাফল্য: প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিবিধ প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও চা রোপণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, কারখানা উন্নয়ন, উৎপাদন প্রক্রিয়া সুসংহতকরণ, শ্রমকল্যাণ, চা বাগান পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ অর্জনে সরকারের কার্যকর নীতি এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দৃঢ় অঙ্গিকার ও নিরলস প্রচেষ্টা নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নে সংক্ষেপে কতিপয় অর্জন সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

ক. চা উৎপাদন ১৯৭০ সালের ৩১.৩৮ মিলিয়ন কেজি থেকে ২০১৪ সালে ৬৩.৮৮ মিলিয়ন কেজিতে উন্নীতকরণ;
খ. চা চাষের জমি পরিমাণ ১৯৭০ সালের ৪২,৬৩৭ হেক্টর থেকে ২০১৪ সালে ৫৮,৭১৯ হেক্টরে উন্নীতকরণ;
গ. চা বাগানের সংখ্যা ১৯৭০ সালের ১৫০ টি থেকে ২০১৪ সালে ১৬৬ টিতে উন্নীতকরণ;

ঘ. চায়ের উৎপাদনশীলতা ১৯৭০ সালের ৬৩৯ কেজি/হেক্টর থেকে ২০১৪ সালে ১২৩০ কেজি/হেক্টরে উন্নীতকরণ;
ঙ. ২৪৫৬.২৫ হেক্টর জমি শস্য বহুমুখীকরণ এবং বিকল্প কাজে ব্যবহার;
চ. ১৯৬৬.৪৪ হেক্টর জমিতে পরিকল্পিত বনায়ন;
ছ. ১০০ জনকে বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
জ. ১৮ টি উচ্চ ফলনশীল ক্লোন উদ্ভাবন;
ঝ. ৪ টি বাইক্লোন এবং ১টি পলিক্লোন জাত তৈরি;
ঞ. সমগ্র বাংলাদেশে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও, নীলফামারি, দিনাজপুর, লালমণিরহাট, জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় মোট ১,০১,৭২৪ হেক্টর ক্ষুদ্রায়তন চা চাষযোগ্য জমি চিহ্নিতকরণ;
ট. বান্দরবান, পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও ও লালমণিরহাট জেলায় ১৬০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদ;
ঠ. অভ্যন্তরীণ ভোগ ৬৪ মি: কেজিতে উন্নীত হয়েছে যা দেশীয় উৎপাদন দ্বারা মেটানো হচ্ছে;
ড. ৩৯ টি চা বাগানে ৩৯ টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ;
ঢ. ০৬৬ টি চা বাগানে ৬৬ টি সেচ যন্ত্র প্রদান; এবং
ণ. চা-এ বাগনে ব্যবহৃত কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ (Residue) নিরূপণের জন্য ১ টি পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

০৪. চা শিল্পের বর্তমান অবস্থা: *বর্তমানে ১৬৬ টি চা বাগান এবং ৭৪৬ ক্ষুদ্র চাষীসহ মোট ভূমির পরিমান ১,১৬,১৮৬.৮৮ হেক্টর। চা চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৬৬,০৫২.৩৫ হেক্টর। তন্মধ্যে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৫৯,৫৫৪.৩৫ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় আনা হয়েছে। অন্যান্য ভাবে ব্যবহৃ ত জমির পরিমান ৫০,১৩৪.৫৩ হেক্টর।*

পাঁই চিত্র- ১ (চা বাগানের জমি ব্যবহার)

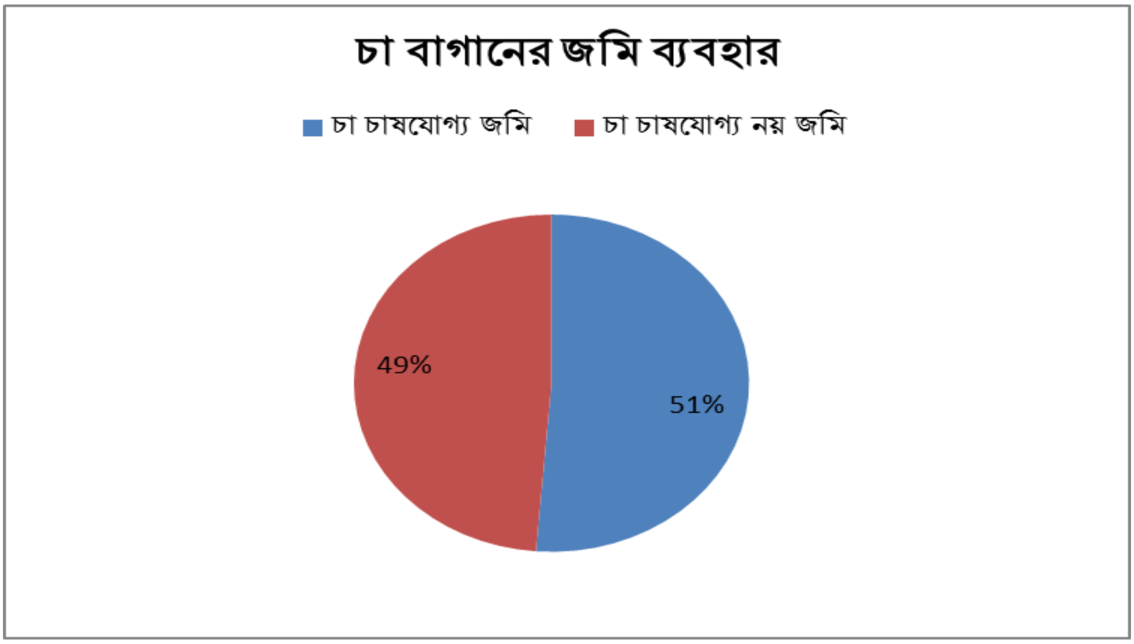

ক. উৎপাদন ও অভ্যন্তরীণ ভোগের প্রভাব: *২০১৪ সালে দেশে ৬৩.৮৮ মি. কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে মাথা পিছু ৪০০ গ্রাম হিসাবে ৬৭.১৭ মি. কেজি চা অভ্যন্তরীণ ভোগে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ২.৬৬ মি. কেজি চা রপ্তানি হয়েছে। অন্যদিকে, বর্ণিত বছরে ৬.৯৬ মি. কেজি চা আমদানি হয়েছে। বর্তমানে ৩.২৩% হারে বাৎসরিক অভ্যন্তরীণ ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে পক্ষান্তরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২% হারে। ফলে উদ্বৃত্ত কমে আসায় ২.৯৮% হারে রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে । এ প্রবণতা অব্যাহত থাকলে শীঘ্রই চা রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবে, এমনকি অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্যে ২০১৬ সালের পর বাংলাদেশ চা আমদানিকারক দেশে পরিণত হবে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে ১৯৮০-১৯৮৯ সময়ে গড়ে ৬৮%, ১৯৯০-১৯৯৯ সময়ে ৫০%, ২০০০-২০০৯ সময়ে ১৯% এবং ২০১০-২০১৩ সময়ে মাত্র ২% চা রপ্তানি করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ দেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৮০ মিলিয়ন। অন্যদিকে ২০২১ সালে চায়ের মোট অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ হবে মাথা পিছু ৪২৫ গ্রাম হিসেবে ৭৬ মি. কেজি কিন্তু উক্ত সময়ে দেশে মোট চা উৎপাদিত হবে ৭০ মি. কেজি। একই হিসাবে ২০৪১ সাল নাগাদ মোট জনসংখ্যা দাড়াবে ২০০ মিলিয়ন ফলে অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য চা, এর প্রয়োজন হবে ১১০ মি. কেজি (মাথা পিছু ৬০০ গ্রাম হিসেবে), দেশে*

মোট উৎপাদন হবে ৮৫ মি: কেজি। উপরে বর্ণিত তথ্য অর্থাৎ চায়ের মোট উৎপাদন, ভোগ এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব নিম্নের রেখা চিত্রে দেখানো হলোঃ

রেখা চিত্র: ১

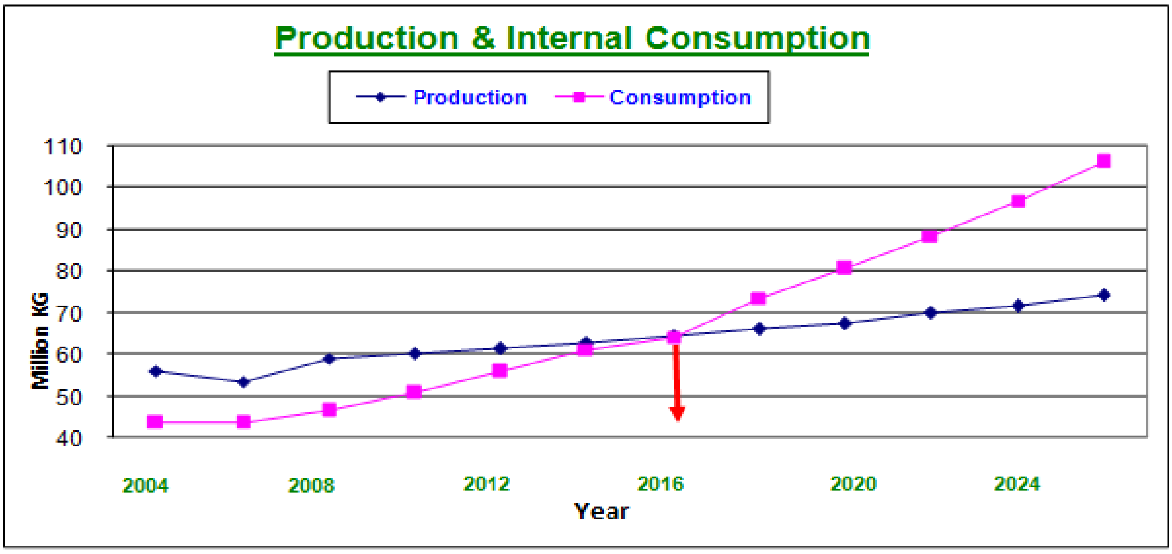

খ. চা আমদানির নেতিবাচক প্রভাব: *চা আমদানির ফলে বাংলাদেশকে চা উৎপাদনকারীদের বাজারে টিকে থাকার জন্য তীব্র প্রতিয়োগিতার সম্মুখীন হতে হবে। এতে করে চা উৎপাদনের প্রতি তাঁদের আগ্রহ কমে যেতে পারে। চা শিল্পের সাথে বর্তমানে প্রায় ১,৩৩,০০০ জন শ্রমিক জড়িত। তাদের পোষ্য সংখ্যা প্রায় ৬,৬৫,০০০। চা উৎপাদনকারীরা চা চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেললে এই ১,৩৩,০০০ জন শ্রমিকের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সরকারের জন্য একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। প্রায় ৬,৬৫,০০০ মানুষের ভরণপোষণ অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। এতে সামাজিক অস্থিরতাসহ বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।*

চা গাছ রোপণ সরকারের বৃক্ষায়ন কর্মসূচির অনুরূপ একটি কাজ। প্রতি বছর প্রায় ৫০০ হতে ৬০০ হেক্টর জমিতে চা সম্প্রসারণ করা হয় যা বাংলাদেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। উৎপাদনকারীরা চা গাছ সম্প্রসারণ বন্ধ করে দিলে এদেশে মোট গাছের সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যাহত হবে। এতে করে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। জীববৈচিত্রের বিপর্যয় ঘটবে।

চা আমদানিতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে যা দেশের অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। ফলে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানির উপর বিরুপ প্রভাব পড়বে। অন্যদিকে চা সম্প্রসারণের সাথে ব্যাংকের নিরাপদ অর্থ লগ্নি বিদ্যমান সম্পর্কও ব্যাহত হবে।

গ. চা চাষ এলাকার বর্তমান অবস্থা: *এক সময় চা বাগান এলাকায় জনবসতি প্রায় ছিল না বললেই চলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চা বাগানের সীমানাতেও জনবসতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার কারণে ভূমির চাহিদা এবং মূল্য ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় চা বাগানের সীমানা সংলগ্ন জমির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাগান কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন মামলা এবং অনাকাঙ্খিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। এতে অর্থ এবং সময়ের অপচয় ঘটছে। যা চা আবাদ সম্প্রসারণ এবং উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।*

ঘ. ইজারা পদ্ধতি: *বর্তমানে চা বাগান সমূহকে এ, বি ও সি এ তিনটি শ্রেণিতে প্রাপ্যতা অনুসারে যথাক্রমে ৪০, ৩০ কিম্বা ২০ বছর মেয়াদে ইজারা দেয়া হয়ে থাকে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে জেলা প্রশাসক চা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করে থাকেন। ইজারা চুক্তি সম্পাদন না হলে বাগানসমূহ ব্যাংকের ঋণ এবং অন্যান্য সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ইজারা সম্পাদনের সহজতর প্রক্রিয়া চা উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।*

ঙ. শ্রমিক মজুরী : *বর্তমানে চা শ্রমিকদের ২৩ কেজি চা পাতা উত্তোলনের জন্য দৈনিক মজুরী ৬৯/- টাকা। অতিরিক্ত প্রতি কেজি চা পাতা উত্তোলনের জন্য ৩/- টাকা হারে মজুরী দেয়া হয়। একজন শ্রমিক চা চয়ন মৌসুমে দৈনিক ১৩০ থেকে ১৭০ কেজি পর্যন্ত চা পাতা উত্তোলন করে থাকে। অর্থাৎ একজন শ্রমিক চা পাতা উত্তোলনের জন্য কর্মক্ষমতা ভেদে দৈনিক ৩২১/- টাকা থেকে ৪৪১/- টাকা পর্যন্ত উপার্জন করে থাকে। বর্তমানে শ্রমিকরা ২৩ কেজি চা পাতা উত্তোলনের জন্য দৈনিক মজুরী বৃদ্ধির দাবী করছে । শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির বিষয়টি বাংলাদেশীয় চা সংসদ এবং চা শ্রমিক ইউনিয়নে এর দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। বর্তমানে উভয় পক্ষের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে।*

চ. চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ ও স্পেয়ার পার্টস আমদানি: *চা পাতা প্রক্রিয়াকরণের জন্য বাগানসমূহকে চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ ও স্পেয়ার পার্টস আমদানি করতে হয়। চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ ও স্পেয়ার পার্টস এর উপর বর্তমানে শুল্ক হার ১%। কিন্তু অনেক সময় চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজকে অন্য মেশিনারিজ হিসেবে বিবেচনা করে অধিক শুল্ক আরোপ করা হয়ে থাকে। চা প্রক্রিয়াজাতকরণ মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সুপারিশ গ্রহণের বিধান প্রবর্তন করা হলে এই ধরনের সমস্যা এড়ান সম্ভব হবে।*

ছ. বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ: *চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কারখানায় ড্রায়ার, সিটিসি, সিএফএম সহ বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়ে থাকে। এসকল যন্ত্রপাতিতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ও সঠিক ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রয়োজন হয়। কেননা বিদ্যুৎ প্রবাহে ভোল্টেজের তারতম্যের কারণে যন্ত্রপাতির ব্যাপক ক্ষতি হয়। তাছাড়া এর ধরণের তারতম্যের ফলে চা উৎপাদনের পরিমাণ এবং মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ড্রায়ার চালাতে গ্যাসের প্রয়োজন হয়। ফারমেনটিং চা পাতা সঠিক সময়ে ড্রায়ারে না দিলে সেই চা খাওয়ার সম্পূর্ণ অনুপোযুক্ত হয়ে যায়। চায়ের গুণগত মান অক্ষুন্ন রাখার জন্য ড্রায়ারে নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ থাকা প্রয়োজন।*

জ. চট্টগ্রামের চা বাগানসমূহে গ্যাস সংযোগ থাকা: *চট্টগ্রামে অবস্থিত মোট ২৩টি চা বাগান এর মধ্যে মাত্র ২টি চা বাগানে গ্যাস সংযোগ রয়েছে। বাকী চা বাগানগুলিতে গ্যাস এর পরিবর্তে কয়লা বা ফার্নেস ওয়েল ব্যবহার করা হয়। চা উৎপাদনে গ্যাসের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার করা হলে প্রতি কেজি চা উৎপাদন খরচ চেয়ে ৪/- থেকে ৫/- টাকা এবং ফার্নেস ওয়েল ব্যবহার করা হলে ৮/- থেকে ১০/- টাকা খরচ বৃদ্ধি পাবে। গ্যাসের পরিবর্তে অন্য কোন জ্বালানী ব্যবহার করা হলে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায়।*

ঝ. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব: *বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি উদ্ভিদ জগৎ তথা চা গাছ সমূহের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বৃষ্টি পাতের তারতম্য ঘটে; ফলে অতি বৃষ্টি বা খরার সৃষ্টি হয় যা চা গাছের মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দেয়, এর ফলে চা বাগানে ভূমি ক্ষয়ও বৃদ্ধি পায়। ভূমি ক্ষয়ের কারণে উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। এছাড়াও চা বাগান এলাকায় কীটপতঙ্গ বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন রোগজীবাণুর আক্রামণ বৃদ্ধি পায়। এসব দমনের জন্য অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। এতে একদিকে যেমন অর্থের অপচয় হয় অন্যদিকে তেমনি পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সার্বিক বিবেচনায় চা আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সবুজায়ন সম্প্রসারণের দ্বারা বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া হ্রাস করা সম্ভব হবে।*

ঞ. মাটির উর্বরতা হ্রাস : *বিদ্যমান চা বাগানের অধিকাংশই ১৫০ বছরেরও বেশি পুরানো। দীর্ঘ সময় এই বাগান সমূহে রাসায়নিক সার ব্যবহার, কীটনাশক প্রয়োগ এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে মাটির গুণগত মান তথা উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। চা বাগানসমূহের উৎপাদণশীলতা ধরে রাখতে মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এটি করার জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার নূন্যতম পর্যায়ে নামিয়ে এনে জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য গবেষণা কার্যক্রমও জোরদার করতে হবে।*

০৫. চা বাগানের মালিকানার ধরণ: *চা বাগানসমূহ শুরু থেকে মূলতঃ ব্যক্তি মালিকানায় উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিকভাবে সরকারি জমিতে দীর্ঘমেয়াদী ইজারা পদ্ধতির মাধ্যমে চা বাগানের মালিকরা চা চাষ শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে চা বাগানের জমির পরিমাণ ছিল ২৮,৭৩৪ হেক্টর। ১৯৭১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪২,৬,৮৫ হেক্টর হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাস্তবতা বিবেচনা করে চা বাগানকে জমির মালিকানার বৃদ্ধি সীমা ও জাতীয়করণের আওতার বাইরে রাখা হয়। দেশে স্থাপিত মোট ১৬৬টি চা বাগানের মালিকানার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। মালিকানার ধরণের উপর নির্ভর করে প্রাথমিকভাবে বিদেশী ও দেশীয় মালিকানাধীন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যে সকল বিদেশী কোম্পানীসমূহ বাংলাদেশে চা বাগান পরিচালনা করছে তারা হচ্ছে: ডানকান ব্রাদার্স, দিগন্ত টি কোম্পানী ও নিউ সিলেট টি এস্টেট। অন্যদিকে দেশীয় চা মালিকানাধীন চা বাগানসমূহকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হচ্ছেঃ*

ক. বাংলাদেশ চা বোর্ড;
খ. ন্যাশনাল টি কোম্পানী;
গ. ষ্টারলিং কোম্পানী;
ঘ. প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী; এবং
ঙ. ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের মালিকানাধিন ৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলি হচ্ছেঃ

ক. বিটিআরআই নিয়ন্ত্রণাধীন বাগান;
খ. দেওড়াছড়া;
গ. সিউ সমনবাগ; এবং
ঘ. পাথারিয়া।

০৬. ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমী উদ্যোগ: *দেশীয় চায়ের বিশ্বব্যাপী পরিচিতির লক্ষ্যে* ***কাজী এন্ড কাজী TEA TULIA*** *নামক অতি উন্নতমানের একটি অর্গানিক চা বাজারজাতকরণ করছে। ইতোমধ্যে এ চা দেশীয় পরিধির বাইরে বহির্বিশ্বে পরিচিতি ও অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ চা জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাদেশকে বিশ্বে তুলে ধরার এ এক অনন্য উদাহরণ।*

৭. বাংলাদেশ চা বোর্ডের গঠন ও কার্যাবলী : *বাংলাদেশ চা বোর্ড সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান ও তিনজন সার্বক্ষনিক সদস্য নিয়ে গঠিত। দেশীয় অর্থনীতিতে চায়ের গুরুত্ব, শিল্প ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদানসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চা বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে চা আবাদী জমির পরিমাণ, উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক দিক হতে এর গুরুত্ব বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । এখানে উল্লেখ্য যে, চা বোর্ড নিলামে বিক্রয়কৃত চায়ের মূল্যের ১% প্রাপ্ত হয়, যা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি তার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে।*

চা বোর্ডের কার্যাবলী:

- *ক. চা শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন;*
- *খ. চায়ের উৎপাদন ও এর গুনগত মান বৃদ্ধি;*
- *গ. চায়ের আমদানি-রপ্তানি, বিক্রয়, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা;*
- *ঘ. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;*
- *ঙ. বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং অর্থনৈতিক গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রদর্শণী খামার স্থাপন;*
- *চ. নতুন চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা; এবং*
- *ছ. চা শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।*

০৮. চা নিলাম পদ্ধতি : *চা চাষ, বিপণন ও রপ্তানি পদ্ধতি অন্যান্য পণ্যের চেয়ে ভিন্নতর। চা বাগান কর্তৃপক্ষ চা তৈরী করে। বাগান হতে সরাসরি কোন চা বিক্রয় হয় না। বাগান কর্তৃপক্ষ উৎপাদিত সমূদয় চা বিপণনের জন্য বর্তমানে চট্টগ্রামে অবস্থিত চা নিলাম কেন্দ্রে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য যে, চা বাগান থেকে চা স্থানান্তরের সময় মূল্য সংযোজন কর সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিসমূহকে প্রচলিত নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ব্যতীত চা পরিবহনের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিলাম কেন্দ্রে নেয়া হয়ে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কতৃক স্থাপিত নিলাম কেন্দ্রে চা মজুদের জন্য নির্ধারিত স্থানে এই সকল চা গুদামজাত করা হয়। প্রতি সপ্তাহে আসা চা নিলাম কেন্দ্রসমূহ পরবর্তী নিলামে বিক্রির জন্য উপস্থাপন করে থাকে। এক্ষেত্রে নিলাম কেন্দ্রসমূহ প্রতিটি লটের চা এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন মার্ক ও নমুনা উপস্থাপন করে। নিলামে বিক্রির পর এই পণ্য স্থানীয় বাজারে বিক্রি হবে না রপ্তানি হবে তা নির্ধারণ করা হয়। পণ্যটি স্থানীয় বাজারে বিক্রি হলে সেক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আরোপ পূর্বক তা বিক্রি করা হয়। অন্যদিকে রপ্তানি করা হলে তা রপ্তানির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে রপ্তানি করা হয়।*

বর্তমান সময় পর্যন্ত চা নিলামের জন্য চট্টগ্রামে পরিবহণ করা হয়ে থাকে। তবে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে শ্রীমঙ্গালে একটি চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। শ্রীমঙ্গালের এ চা নিলাম কেন্দ্র স্থাপন করা হলে উৎপাদনকারীগণকে চট্রগামে চা পরিবহণের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হবে না এবং বিক্রিত চা ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে পরিবহণের জন্য ব্যয় কমে আসবে।

০৯. চায়ের ব্রান্ডিং: *আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্বব্যাপী ব্রান্ডেড (Branded) চা অত্যন্ত জনপ্রিয় । এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি ব্রান্ড তৈরী করা সম্ভব হলে তা বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী চায়ের পরিচিতি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে উৎপাদিত চা এর স্বাদ, লিকার প্রভৃতি বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দিয়ে একটি ব্রান্ড তৈরী করা গেলে তা বাংলাদেশী চা এর বিপণনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য কিছু কিছু ব্রান্ড তৈরী করা হয়েছে। দেশীয় একটি কোম্পানী তাদের উৎপাদিত অর্গানিক চা এর জন্য একটি ব্রান্ড তৈরী করেছে। তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বাংলাদেশ চা বোর্ড এর* ***"শ্রীমঙ্গাল টি, সিলেট টি, বান্দরবান টি, পঞ্চগড় টি " ইত্যাদি নামে*** *ব্রান্ড তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে উন্নতমানের বাংলাদেশীয় চা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করবে।*

১০. প্রভাব: *উপরে বর্ণিত অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে যে অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে তা নিয়ে উল্লেখ করা হলো-*

- *ক. আমদানি প্রতিস্থাপক পণ্য উৎপাদনে চা শিল্পের সক্ষমতা হ্রাসের ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ একটি নীট চা আমদানিকারক দেশে পরিণত হবে;*

খ. চা উৎপাদনকারীগণ দেশের চা উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিরুৎসাহিত হবেন। এতে বেকারত্ব সৃষ্টি হবে এবং চা শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে;

গ. চা আমদানির জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হবে। ফলে দেশের আমদানি রপ্তানির ভারসাম্য প্রতিকূলে যাবে;

ঘ. দেশীয় চা উৎপাদনকারীগণকে বাজারে টিকে থাকার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে;

ঙ. নিম্নমানের কম দামি চা আমদানির ফলে দেশীয় চায়ের দাম হ্রাস পাবে। ফলে স্থানীয় নিলামে চা অবিক্রিত থেকে যাবে। চা উৎপাদনকারীদের আয় এবং লাভ হ্রাস পাবে। উৎপাদনকারীগণ নিয়মিত শ্রমিক মজুরী পরিশোধে ব্যর্থ হবেন। চা শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হবে;

চ. লাভজনক আয় না থাকায় উৎপাদনকারীগণের বিনিয়োগ সামর্থ্য সংকুচিত হবে, চায়ের উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং লাভ না থাকায় উৎপাদনকারীগণ দীর্ঘ মেয়াদে চা ব্যবসায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হবেন;

চ. অতি নিম্ন মানের কম দামি চা আমদানির ফলে দেশের জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হবে;

ছ. চা শিল্পে মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যাহত হবে;

জ. চা আমদানির ফলে প্রধানত বেসরকারি খাতে পরিচালিত বাংলাদেশের চা শিল্পের উদোক্তাগণ বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত হবেন; এবং

ঝ. বাংলাদেশে চা একটি ঐতিহ্যবাহি রপ্তানি পণ্য। চা আমদানির ফলে দেশীয় উৎপাদন হ্রাস পাবে। এতে সরকারের রপ্তানি বহুমুখীকরণ নীতি ব্যাহত হবে।

বর্ণিত অবস্থায় চা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় চায়ের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা 'ভিশন- ২০২১' বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

১১. চা শিল্প উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা:

ক. চাহিদা মেটানো: এটা অনস্বীকার্য যে, চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রতিদিনই বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হারকে (১.৬% প্রতি বছর) বিবেচনায় নিলে ২০২১ সাল নাগাদ দেশের মোট জনসংখ্যা দাড়াবে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর জন্য এসময় চা'এর প্রয়োজন হবে ৭৬ মি: কেজি এবং বর্তমান ধারা অব্যহত থাকলে উক্ত সময়ে চা উৎপাদন হবে ৭০ মি: কেজি। আমাদের চা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ, সামর্থ ও সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ১,৩২০ কেজি এবং চা চাষে জমির গড় ব্যবহার মাত্র ৫০%। সাম্প্রতি কালের একটি সমীক্ষা হতে দেখা যায় দেশের উত্তর অঞ্চলে এবং তিনটি পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে চা চাষাধীন জমির পরিমাণ বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। চা চাষে ভূমির ব্যবহার ৫৫% ও হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১,৫০০ কেজিতে উন্নীতকরণ (বর্তমানে কোন কোন প্রতিষ্ঠিত চা বাগানে ১,৫০০ কেজি/হে:, সর্বোচ্চ ৩,৫০০ কেজি/হে: উৎপাদন হচ্ছে), অতিপুরাতন ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা আবাদ এলাকায় পুনরাবাদ, দক্ষ ব্যবস্থাপনায় নিবিড় চাষাবাদ এবং নতুন জমিতে আবাদ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ চায়ের উৎপাদন ১০০ মি: কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বাজার সংরক্ষণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত আরও ৩৪ মি: কেজি চা উৎপাদনের জন্যে এ মুহূর্তে চা শিল্পে ১৯৮০-১৯৯২ সময়ে বাস্তবায়িত বিটিআরপি' এর ন্যায় একটি বড় আকারের বিনিয়োগ প্রয়োজন। চা খাতে বিদ্যমান সম্ভাবনা ও সুযোগের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

১. সম্প্রসারণের সুযোগ: স্বল্পতম সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ১৫০০ কেজির উপরে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। বিদ্যমান চা চাষযোগ্য ৪৬৯৮ হেক্টর অনাবাদি জমি অবিলম্বে চা চাষের আওতায় আনা সম্ভব। এসব জমিতে চা চাষ সম্প্রসারণ করা হলে অতিরিক্ত ১২ মি: কেজি চা উৎপাদিত হবে। এলক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ২.৫% হারে বাধ্যতামূলক চা চাষ সম্প্রসারণে বিদ্যমান নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

টেবিল- ১ (চা সম্প্রসারণের ভূমির পরিমাণ)

চা চাষযোগ্য জমি	৬৪,৩৪৮.৫৫ হেক্টর
চা চায়ের আওতায় জমি	৫৯,৫৫৪.৩৫ হেক্টর
চা চাষযোগ্য জমি	৪,৭৯৪.২ হেক্টর

পাই চিত্র- ২

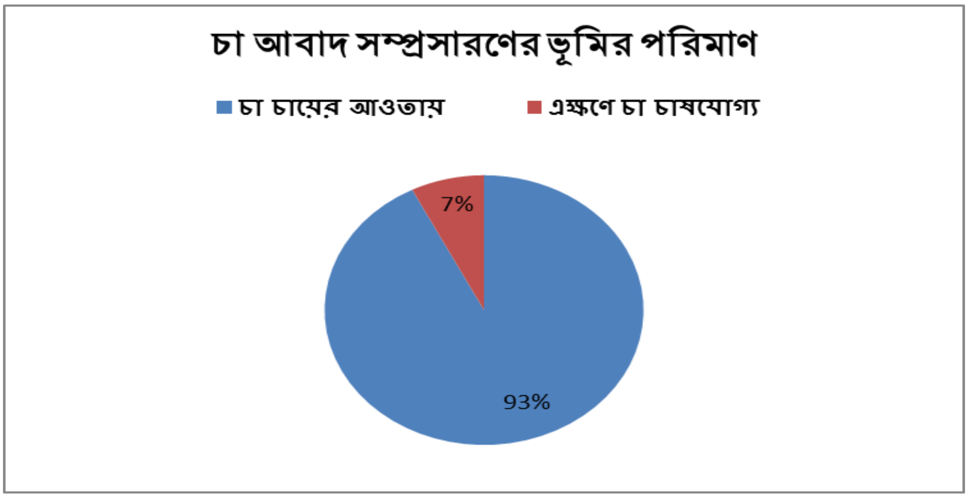

*২. **পুনরাবাদ এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ:** বর্তমানে প্রায় ৯,৪০০ হেক্টর জমিতে অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা গাছ রয়েছে যার হেক্টর প্রতি বাৎসরিক গড় উৎপাদন মাত্র ৪৮২ কেজি। এসকল চা গাছ উৎপাটন করে মাটি পুনর্বাসনক্রমে উন্নত জাতের রোপন সামগ্রী ব্যবহারপূর্বক পুনরাবাদ করা হলে অতিরিক্ত ১৯ মি: কেজি চা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।*

*৩. **নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ:** বিগত বছর সমূহের চায়ের উৎপাদন বিবেচনায় নিয়ে সাধারণ গানিতিক গড় হিসাবে হেক্টর প্রতি উৎপাদন নিরুপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে বছরগুলিতে অস্বাভাবিক বেশি চা উৎপাদিত হয়েছে সেগুলিকে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এ পদ্ধতিতে বর্তমান জাতীয় গড় চা উৎপাদন হেক্টর প্রতি ১৩২০ কেজি নিরুপন করা হয়েছে। নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন ১৫০০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলির বিদ্যমান ৬৩৪১৭ হেক্টর চা চাষাযোগ্য জমি থেকে অতিরিক্ত ৯৫ মি: কেজি চা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।*

*৪. **ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসকরণ:** ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় ও টেকসই চা আবাদ পদ্ধতি হিসাবে প্রসারিত হচ্ছে। কম শ্রমিক সমস্যা, সীমিত উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা ও বেশি লাভ হওয়ায় বাংলাদেশে এই পদ্ধতিতে চায়ের আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ এলাকায় এ পদ্ধতিতে চা এর আবাদ জনপ্রিয় হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুচ্ছেদ ১৫ এর (গ) তে আলোচনা করা হয়েছে।*

*খ. **কর্মসংস্থান:** ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে চা চাষযোগ্য সকল জমি চা চাষের আওতায় আনা হলে অতিরিক্ত ৩,০৫,০০০ জনের (যার ৫০% নারী) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।*

*গ. **নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা:** বর্তমানে চা বাগানগুলিতে ১,৩৩,০০০ জন শ্রমিক কর্মরত আছে। এর মধ্যে ৫০% নারী। চা বাগান নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহযোগিতা করছে। যা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।*

*ঘ. **বৈদেশিক মুদ্রা আয়:** ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে ১,০১,৭২৪ হেক্টর জমি থেকে অতিরিক্ত প্রায় ২০০ মি: কেজি চা উৎপাদিত হবে যার বাজার মূল্য দাঁড়াবে প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা। ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদের মাধ্যমে দেশ প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার সমপরমিান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে সমর্থ হবে।*

*ঙ. **দেশীয় অর্থনীতিতে অবদান:** দেশে উৎপাদনের রিপরীতে চা আমদানি করতে গেলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে। যা দেশের অর্থনীতির উপর চাপ তৈরি করবে। এদেশে চা উৎপাদন বাড়ানো গেলে তা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিপুল পরিমাণ মানুষের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। যা দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে সহায়তা করবে।*

*১২. **ভবিষৎ সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা:** চা শিল্পের উন্নয়ন একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন এবং দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান ও রপ্তানি বাণিজ্যে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে পথনকশায় বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন ও এর পরিবীক্ষণের মাধ্যমে একটি কাঙ্খিত ধাপে এ শিল্পকে উন্নীত করা সম্ভব*

হবে। তবে এ শিল্পের সক্ষমতা ও সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ কাজে লাগাবার জন্য আরও কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চা শিল্প সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু খাতে সমীক্ষা পরিচালনা। এ সমস্ত খাতে সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে এ কর্মপরিকল্পনাসমূহ হতে আরও বেশি ফলাফল পাওয়া সম্ভব হবে। যা এ শিল্পকে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে যথাযথ অবদান রাখার সুযোগ তৈরী করে দিবে। যে সকল ক্ষেত্রে সমীক্ষা পরিচালনা করা প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

ক. ভূমি ব্যবহার ও চা চাষের উপযোগী ভূমি নির্বাচন: *যে সকল জমি চা আবাদের আওতায় রয়েছে তা চা চাষের জন্য অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু লাভজনক সে বিষয়টি বিদ্যমান আবাদ থেকে প্রতিষ্ঠিত। তবে দেশের ক্রমবর্ধমান ভূমির চাহিদা, শিল্পায়ন ও নগরায়ন, শষ্য আবাদের ধরণের পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে চা আবাদ ভবিষতে কতটুকু লাভজনক হবে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। কেননা বিভিন্ন কারণে চা চাষে ব্যবহৃত জমি ভবিষতে চা বাগান মালিকগণের নিকট নানাবিধভাবে ব্যবহার লাভজনক হিসেবে প্রতিপন্ন হলে অর্থনৈতিক ও আর্থিক কারণে তারা এর আবাদ বন্ধ করে অন্য কোন ভাবে ভূমি ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে পারেন। এতে করে শিল্পটি তার কাঙ্খিত ফলাফল প্রদান করতে নাও পারে। এ সকল বিষয়সহ চা চাষের ক্ষেত্রে উন্নতর আবাদ পদ্ধতি প্রবর্তন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন ও ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে চা চাষে ভূমি ব্যবহারের অর্থনৈতিক বিষয়টি জরিপ করা প্রয়োজন। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ৩টি পার্বত্য জেলায় এমন কিছু জমি রয়েছে যেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনকভাবে চা আবাদ করা সম্ভব মর্মে বিভিন্ন জরিপে পাওয়া গেছে। এ সকল জমিতে চা ভিন্ন অন্য কোন ফসল কতটুকু লাভজনক এবং এ সকল জমিতে কোন ধরণের আবাদ সৃজন করা হলে তা আরও বেশি লাভজনক হবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া যে সকল জমি চা আবাদের জন্য উপযোগী হিসেবে বিবেচিত হবে সেখানে বিদ্যমান সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জমিতে চা আবাদের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষের নিকট লীজ প্রদানের সম্ভাবনা পরীক্ষা করা হলে তা উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে। এ সকল বিষয়সমূহকে বিবেচনায় নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা কার্যক্রমও হাতে নেয়া প্রয়োজন।*

খ. আমদানি ও উৎপাদন এর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক খাত নির্ধারণ: *দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দারিদ্রতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চায়ের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সে হারে উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ায় বর্তমানে চা আমদানি করতে হচ্ছে। উৎপাদন ও ভোগের বর্তমান বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৬ সাল নাগাদ রপ্তানির জন্য কোন চা অবশিষ্ট থাকবে না। দেশের অভ্যন্তরীণ চা এর চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন সে অনুযায়ী না বাড়ায় অভ্যন্তরীণ বাজারে এর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে কিছু কিছু বিপণনকারী সংস্থা কম মূল্যের চা আমদানি করে (ব্রান্ডিং) এর মাধ্যমে বাজারে কম মূল্যে চা সরবরাহ করছে। এতে করে উৎপাদনকারীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। চা উৎপাদনকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে আমদানির ক্ষেত্রে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপের পাশাপাশি মানসম্মত চা আমদানির জন্য বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে ইতোমধ্যে আমদানিকৃত চায়ের মানদন্ড তৈরী করা হয়েছে। চা উৎপাদনকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকলে এবং বিশ্ব বাজারে উন্নতমানের চা কম মূল্যে পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে আমদানি না উৎপাদন কোন খাত হতে দেশের চা এর চাহিদা পূরণ করা লাভজনক হবে সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রস্তাবিত বাণিজ্য নীতিমালা অনুসরণ করতে ভবিষ্যতে স্থানীয় শিল্পকে ভিন্নভাবে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে না। আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দেশে বর্তমানে খুবই উন্নত ধরণের অধিক মূল্যের চা উৎপাদিত হচ্ছে। চাহিদার কারণে উচ্চ মূল্যের এ সকল চা বিদেশে রপ্তানিও হচ্ছে। বিদ্যমান চা বাগান ও সম্প্রসারিত এলাকা সমূহে উন্নত জাতের ভাল মানের চা আবাদ করা যায় কি না এবং করা হলে অর্থনৈতিকভাবে এ চাষাবাদ কতটুকু লাভজনক হবে সে বিষয়গুলিও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।*

গ. চা চাষে সেচের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি নির্ধারণ: *বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ, সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলাসমূহে চায়ের আবাদ হয়ে থাকে। পানির স্তর নেমে যাওয়াসহ অন্যান্য বিভিন্ন কারণে সময়ে সময়ে বিভিন্ন স্থানে খরা সৃষ্টি হয়। ফলে চায়ের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে থাকে। কোন কোন বৎসর ব্যাপক খরার প্রভাবে গাছের ব্যাপক ক্ষতিও হয়ে থাকে। মাটির গুণাগুন, পানির স্তর, চা গাছের ধরণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে এলাকা ভিত্তিক সেচের পদ্ধতি ও পরিমাণ নিরুপনের মাধ্যমে যথাযথ সেচ সুবিধা প্রদান সম্ভব হলে চা উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যে একটি ব্যাপক জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে চা এলাকা সমূহের সেচের পদ্ধতি ও পরিমাণ নিরুপনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।*

বর্ণিত সমীক্ষাগুলি এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে চা বোর্ডের আওতায় সম্পন্ন করা হলে তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে। চা বোর্ডের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সক্ষমতা (expertise) থাকায় তাদের তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষাসমূহ পরিচালনা করা যেতে পারে।

১৩. চা খাত উন্নয়নের জন্য কৌশলগত দূরদৃষ্টি (Vision): *সরকারের কৌশলগত দূরদৃষ্টি হচ্ছে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। সরকারের এ দূরদৃষ্টির আলোকে ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানি বাজার সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২৫ সাল নাগাদ ১০০ মি: কেজি চা উৎপাদনের পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী পৃথক প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে:*

ক. আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদন: *বাংলাদেশে চা একটি আমদানি বিকল্প পণ্য। সুতরাং অতি দ্রুত বর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে চা এর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ খাতকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।*

খ. রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ: *অতীতে আমাদের চা একটি রপ্তানিমুখী শিল্প ছিল। সম্প্রতি অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উদ্বৃত্ত না থাকায় চায়ের রপ্তানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে রপ্তানি বাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য চা'এর উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত অপরিহার্য।*

গ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: *কৌশলগত পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে চা আবাদ, কারখানা ও চা শিল্পে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।*

ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন: *প্রস্তাবিত প্রকল্পে যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে তা দেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।*

ঙ. নারীর ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা: *অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের আইনগত অধিকারও সংরক্ষিত হবে।*

চ. স্বাস্থ্য সেবা: *এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের জন্য সংক্রামক ব্যধি প্রতিরোধ, শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হ্রাস, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, গৃহায়ন, সুপেয় পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন সুবিধাদি সৃষ্টি ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।*

ছ. চা কারখানা আধুনিকীকরণ: *ক্ষুদ্রায়তন চা উপখাতের জন্য নতুন 'বটলীফ' চা কারখানা স্থাপন করা হবে। উন্নতমানের চা তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলোতে বিদ্যমান চা কারখানাগুলো সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ করা হবে।*

জ. অবকাঠামো উন্নয়ন: *এ প্রকল্পে সংযোগ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে চা শিল্পে অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে চা বাগানগুলোতে উৎপাদন উপকরণ পৌঁছানো এবং উৎপাদিত দ্রব্য স্থানান্তর সহজ হবে এবং চা বাগানগুলোতে বসবাসকারী ও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হবে।*

ঝ. পরিবেশের উন্নয়ন: *চা একটি পরিবেশ বান্ধব শিল্প। প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন করবে।*

১৪. বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ এর পরিকল্পনা : *কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের চা উৎপাদনকে ১০০ মিলিয়ন কেজিতে উন্নীত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই লক্ষ্যে কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ১০,০০০ হেক্টর পুরানো এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বহীন চা এলাকার গাছ উৎপাটন করে অধিক উৎপাদনশীল চা গাছ লাগানোর মাধ্যমে নতুন চা এলাকা সৃজন করা হবে। এছাড়া চা বাগানে থাকা চা রোপণ যোগ্য ৬,৪৪০ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় আনা হবে। গবেষণা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটকে শক্তিশালী করা হবে। চা বাগানের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি সহ রাস্তা, কালভাট, জলাধার নির্মাণ করার মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। তাছাড়া বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। ক্ষুদ্রায়াতন চা আবাদের মাধ্যমে গ্রামীন দরিদ্রতা বিমোচন করা হবে।*

১৫. ২০০৯ সালে প্রণীত বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ :

বাংলাদেশের চা শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রণীত কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা 'ভিশন ২০২১' এর লক্ষ্য হচ্ছে" অভ্যন্তরীণ চাহিদাপূরণ করে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের জন্য অধিক পরিমাণ উন্নতমানের চা উৎপাদন।"

ক. কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা 'ভিশন- ২০২১' এর লক্ষ্য :

১. প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলো ও ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ ১০০ মি: কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৩৪ মি: কেজি চা উৎপাদন;

২. নতুন ১০ হাজার হেক্টর জমি চা আবাদের আওতায় আনা এবং পূর্বের ১০ হাজার হেক্টরে বিদ্যমান অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা গাছ উত্তোলনপূর্বক পুনঃরোপন করা;

৩. হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ১২৩০ কেজি থেকে ১৫২০ কেজিতে উন্নীত করা;

৪. চা চাষে জমির গড় ব্যবহার ৫০% হতে ৫৫% এ উন্নীত করা ;

৫. অতিরিক্ত উৎপাদিত চা প্রক্রিয়াকরণের জন্য কারখানা সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮৩৮ টি চা প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা।

৬. চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ হাজার ইউনিট শ্রমিক বাসস্থান, ১৫ হাজার শৌচাগার, ৪০টি গভীর নলকূপ, ৪৫০০ টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ৩০০ টি পাতকুয়া তৈরি করা;

৭. চা বাগানের নারী শ্রমিকদের ক্ষমতায়নের জন্য ১০০টি মাদারস্ ক্লাব প্রতিষ্ঠা এবং আইনগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য ২টি শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা;

৮. চা এলাকায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানির উৎস সৃষ্টির জন্য ৭৫টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা;

৯. চা বাগান এলাকায় ৪৭ কিলোমিটার রাস্তা, ৫০টি কালভার্ট ও ৪টি সেতু নির্মাণ করা;

১০. প্রায় ৪৮৪.২০ লক্ষ শ্রম দিবস পরিমাণ অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; এবং

১১. অন্তত ৫০ বছর সময়ের জন্য অতিরিক্ত ৩০ হাজার স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

খ. বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ এর যৌক্তিকতা: *কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনার যৌক্তিকতা নিম্নরূপ:*

১. চায়ের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার প্রতি বছর ৩.২৩% হারে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার মাত্র ২.০০% ;

২. রপ্তানি আয় প্রতি বছর ২.৯৮% হারে হ্রাস পাচ্ছে;

৩. ২০১৬ সালের পর বাংলাদেশ একটি নীট চা আমদানিকারক দেশে পরিণত হবে এবং চা আমদানির জন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে;

ঘ) বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিজনিত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বিলম্বিত বৃষ্টি ইত্যাদির প্রভাব মোকাবেলা করতে হবে;

ঙ) বিদ্যমান অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা এলাকায় পুনরাবাদ এবং অনাবাদি জমিতে চা আবাদ সম্প্রসারণ করতে হবে;

চ) চা বাগানে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে;

ছ) শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চা শ্রমিকদের আইনগত অধিকার সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

জ) প্রতিষ্ঠিত চা বাগান ও ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের মাধ্যমে ২০২৫ সাল নাগাদ বাৎসরিক ১০০ মি: কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা। ফলে অতিরিক্ত বাৎসরিক ৩৪ মি: কেজি চা উৎপাদিত হবে যার বাজার মূল্য প্রায় ৬০০.০০ কোটি টাকা;

ঝ) ৩০ হাজার লোকের কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

ঞ) আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং উৎপাদনশীলতা ও লাভ বৃদ্ধিতে দেশীয় চা শিল্পকে সহায়তা করা।

১৬. বাংলাদেশ চা শিল্প উন্নয়নের জন্য কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিশন ২০২১ এর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ: *চা খাতের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বিনিয়োগের অভাবের কারণে সৃষ্ট উৎপাদনের নিম্ন প্রবৃদ্ধি। চা খাত বর্তমানে বিনিয়োগের জন্য তীব্র তহবিল সংকটের সম্মুখীন। ব্যাংক ঋণের বিদ্যমান উচ্চ সুদ হারের কারণে বিনিয়োগের জন্য ঋণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা উৎপাদনকারীদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠিত বাগানগুলোতে চা চাষযোগ্য আরো ৪৬৯৮ হেক্টর অনাবাদি জমি রয়েছে। বিদ্যমান চা চাষাধীন জমির মধ্যে প্রায় ১৬% এলাকায় অতিবয়স্ক ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক চা গাছ রয়েছে যার হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় উৎপাদন মাত্র ৪৮২ কেজি। এই অতিবয়স্ক চা এলাকার কারণেই হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধি করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, বাগানের জমির মালিকানা বিরোধ, কারখানাগুলোতে গ্যাস সরবরাহের অভাব ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি এবং বিদ্যমান চা এলাকায় উচ্চহারে গাছের শূন্যতা এ শিল্পের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।*

সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি(SWOT)

সক্ষমতা	*দুর্বলতা*	*সুযোগ*	*হুমকি*
ক.চা বোর্ডের এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের বিদ্যমান অভিজ্ঞতা *খ. বিটিআরআই এবং পিডিইউ এর অভিজ্ঞ জনবল* *গ. চা বোর্ড এবং উৎপাদনকারী-দের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও কার্যকর সম্পর্ক* *ঘ. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কৃষি ব্যাংক ও রাকাব এর দক্ষতা* *ঙ. উচ্চ সম্ভাবনাময় (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) বাজার*	*ক. তহবিলের সীমাবদ্ধতা* *খ. শ্রমিক স্বল্পতা* *গ. ধীর গতিতে পুনরাবাদ* *ঘ. পুনরাবাদে উৎপাদনকারীদের অনীহা* *ঙ. মালিকানা বিরোধ* *চ. ভূমির ইজারা সম্পাদন না হওয়া*	*ক. জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার* *খ. ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণ* *গ. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন* *ঘ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি* *ঙ. ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাহিদা* *চ. গ্রামীন দারিদ্র্য হ্রাসকরণ* *ছ. নারীর ক্ষমতায়ন ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা* *জ. চায়ের বর্ধিত উৎপাদন ও গুনগতমান*	*ক. বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি জনিত পরিবেশ বিপর্যয়* *খ. চা আমদানির প্রবণতা* *গ. ক্রমাগতভাবে রপ্তানি হ্রাস* *ঘ. উৎপাদনের নিম্ন প্রবৃদ্ধি* *ঙ. উচ্চ উৎপাদন ব্যয়* *চ. কিলিংগ্রেডসমূহ*

১৭. বাংলাদেশ চা শিল্পের সমস্যা ও সমাধান: *চা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সত্বর সরকারি হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। চা বাগান ও কারখানা উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের জন্য নিম্ন সুদ হার ও সহজ শর্তে পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন। চা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য 'ব্যাংক রেট' এ পুন:অর্থায়ন দলিল ও সুদ ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যক। চা সেক্টরে বিনিয়োগের ৫-৭ বছর পর উৎপাদন পাওয়া যায়। এ কারণে ঋণ প্রদানের প্রথম বছর থেকে সুদ আরোপ করা উচিৎ নয়। এ ক্ষেত্রে কৃষি ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। চা শিল্পকে রক্ষা করার জন্য দেশে চা আমদানি যথাসম্ভব নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন।*

১৮. চা আবাদ সম্প্রসারণে ঝুঁকিসমূহ:

ক.. শস্য আবাদ ধরণের পরিবর্তণ: *উচ্চ উৎপাদন খরচ এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার কারণে চা বাগান মালিকগণ চা'এর পরিবর্তে অন্যান্য লাভজনক ফসল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে পড়ছেন। চা খাতে বিনিয়োগকারীগণ চা আবাদের পরিবর্তে সীমিত আকারে অন্যান্য ফসল উৎপাদন শুরু করছে। চা গাছ রোপনের ৫-৭ বছর পর পূর্ণ উৎপাদন শুরু হয় ফলে অন্য ফসল উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় বিনিযোগকারীগন তাদের ফসল আবাদের ধরণ পরিবর্তন করলে চা আবাদের ইতি ঘটবে।*

চা আবাদের জন্য একটি নীতিমালার আওতায় সরকার খাস জমি বাগান মালিকদের নিকট ইজারা প্রদান করে থাকে। চা বাগানের অনুকুলে ইজারা প্রদত্ত সকল জমি চা চাষের উপযোগী হয় না। পরিসংখান থেকে দেখা যায় বর্তমানে চা আবাদের জন্য বরাদ্ধকৃত জমির ৫১% এ অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনকভাবে চা আবাদ সম্ভব, বাকী ৪৯% এলাকায় লাভজনকভাবে চা আবাদযোগ্য নয়। সমীক্ষায় দেখা যায় প্রতিটি চা বাগানের প্রায় ৩০% জমিতে অবস্থান, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট প্রভৃতি পরিবেশগত কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনকভাবে চা আবাদ করা যায়। বাকী ৭০% জমিতে চা এর পরিবর্তে অন্যান্য ফসল উৎপাদন সম্ভব। তাছাড়া চা আবাদের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষকে সহজ শর্তে ও কম মূল্যে সরকার খাস জমি বরাদ্দ প্রদান করেছে। সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে চায়ের জন্য ইজারা প্রদত্ত জমিতে চা ভিন্ন অন্য কোন ফসল উৎপাদন না করার বিধি নিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

খ. আবহাওয়া পরিবর্তন: *বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য বর্তমানে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে এর প্রভাব অনেক বেশী বিরূপ হবে। ঋতু ভিত্তিক তাপমাত্রার ভিন্নতাতেও পরিবর্তন দেখা যাবে। এর কিছু প্রভাব ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে। উপযোগী আবহাওয়া, অনুকুল মৃত্তিকা এবং ভূপ্রকৃতির কারণে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় চা আবাদ হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে আবহাওয়ার যে পরিবর্তণ দেখা যাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের চা'এর উৎপাদন হ্রাস ও গুণগতমানের পরিবর্তন লক্ষণীয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা আরও বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশে চা চাষ মারত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।*

গ. অতিরিক্ত চা আমদানি: *উৎপাদন খরচ কম ও গুনগত মানের জন্য এক সময় অযান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতিতে প্রস্তুত বাংলাদেশের চা' এর কদর সমগ্র বিশ্বে ছিল। ফলে প্রতি বছর চা রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মূদ্রা আয় করত। কালের আবর্তে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং চা খাতের নিম্ন উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধি প্রভৃতি করণে বাংলাদেশের চা' এর উৎপাদন মূল্য বাড়তে থাকে। এর পাশাপাশি অন্যান্য চা উৎপাদনকারী দেশসমূহ চা চাষে যান্ত্রিক ও উন্নততর কৃষি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন মূল্য কম রাখতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়া আবাদ উপযোগী জমি থাকা স্বত্ত্বেও চা চাষ করত না, লাভজনক হওয়ায় সে সকল দেশ চা উৎপাদন শুরু করে। গুনগতমানে আমাদের চায়ের সমকক্ষ না হলেও কম মূল্যের জন্য ঐ সকল দেশের চা রপ্তানি সম্প্রসারিত হতে থাকে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির ফলে চা এর চাহিদা প্রতি বছরই বাড়তে থাকে। অন্যদিকে উচ্চ উৎপাদন খরচ সহ অন্যান্য বিভিন্ন কারণে দেশে চা এর উৎপাদন বৃদ্ধি চাহিদার থেকে কম হওয়ায় এবং কম আমদানি মূল্যের জন্য ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশে চ আমদানি শুরু হয়। বর্তমান বছরে দেশে মোট চা আমদানি হয়েছে ১০ মিলিয়ন কেজি। দেশে চা' এর নিম্ন উৎপাদনশীলতার বিদ্যমান কারণসমূহ দূরীভূত করার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব না হলে অচিরেই বংলাদেশ আমদানিকৃত চা' এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এতে করে উৎপাদনকারীগন লোকসানের ফলে একদিকে যেমন চা আবাদ ছেড়ে দেবেন অন্যদিকে কর্মসংস্থানের অভাবে চা চাষে নিয়োজিত শ্রমিকগণ বংশ পরম্পরায় পেশা ছেড়ে ভিন্ন কোন পেশায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হবেন। এ ধরণের অবস্থা একবার সৃষ্টি হলে সমগ্র চা অবাধ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কেননা বিনিয়োগকারী ও শ্রমিকদের পরবর্তীতে এ খাতে আকৃষ্ট নাও করা যেতে পারে।*

ঘ. শ্রমিক স্বল্পতা: *বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদেরকে ব্রিটিশ সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য (প্রধানত বিহার) হতে আনা হয়েছিল। এদেশে তাদের কোন পারিবার না থাকায় এবং একটি আবদ্ধ স্থানে বাইরের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ না দেয়ায় এরা একধরণের ক্রীতদাসের ন্যায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ফলে স্থানীয় কোন মানুষের সাথে এমনকি চা বাগানের বাইরের করো সাথে কোন যোগাযোগ গড়ে উঠেনি। শিক্ষার কোন সুযোগও তাদের দেয়া হয়নি। একধরণের মানবেতর জীবনযাপন এবং শিক্ষার অভাবে চা বাগানে কাজ করা ভিন্ন অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত হবার সুযোগও তারা পায়নি। বংশ পরম্পরায় চা শ্রমিকগন একই পেশায় নিয়েজিত থাকতে বাধ্য হয়েছে। এ অবস্থা পাকিস্থানী শাসনকাল সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর চা শ্রমিকদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। স্বাস্থ্য সেবার প্রসার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে স্থানীয় পরিবেশের বাইরের পরিবেশের সাথে এদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। ফলে চা শ্রমিকরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সনাতনি পেশা থেকে বের হয়ে ভিন্ন কোন পেশায় স্থানান্তর হচ্ছে। ফলে চা খাতে শ্রমিকের স্বল্পতা ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হচ্ছে। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রকার আর্ন্তজাতিক সনদ ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় অন্যান্য খাতে শ্রম মজুরি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একইভাবে চা শ্রমিকদের মজুরিও বাড়াতে হচ্ছে। মজুরি বৃদ্ধির ফলে চা' এর উৎপাদন খরচ বাড়ছে যা এর প্রতিযোগিতা ক্ষমতাকে সংকুচিত করছে।*

১৯. চা শিল্পের উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা:

ক. স্বল্প মেয়াদী (৫ বছরের জন্য)

১. চা বাগান সমূহে চা আবাদ সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখে ৫ বছরের মধ্যে ভবিষ্যতে চা রোপণ যোগ্য ৪৬৯৮ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় আনা;

২. চা বাগান সমূহে ৯৪০০ হেক্টর অলাভজনক চা গাছ উৎপাটন করে উন্নত চা চারা রোপনের মাধ্যমে নতুন আবাদী এলাকা সৃজন করা;

৩. ইনফিলিং এর মাধ্যমে চা বাগানের শূণ্যস্থান পূরণ করা;

৪. শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করা;

৫. বাগানের সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো;

৬. অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো;

৭. বিটিআরআই এবং পিডিইউকে শক্তিশালী করা; এবং

৮. ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষাবাদের মাধ্যমে নর্দান বাংলাদেশে ৬০০ হেক্টর এবং চট্রগ্রাম পার্বত্য জেলায় ৩০০ হেক্টর জমি নতুন চা আবাদের আওতায় আনা।

খ. মধ্য মেয়াদী (১০ বছরের জন্য)

১. অলাভজনক চা এলাকায় পুনরাবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা।

২. ইনফিলিং এর মাধ্যমে চা বাগানের চায়ের শূণ্যস্থান পূরণ অব্যাহত রাখা।

৩. শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করণ অব্যাহত রাখা।

৪. বাগানের সেচ ব্যবস্থার উন্নতি অব্যাহত রাখা।

৫. অবকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।

গ. দীর্ঘ মেয়াদী (১০ বছরের অধিক মেয়াদী)

১. অলাভজনক চা এলাকায় পুনরাবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা।

২. ইনফিলিং এর মাধ্যমে চা বাগানের চায়ের শূণ্যস্থান পূরণ অব্যাহত রাখা।

৩. শ্রমিকদের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করণ অব্যাহত রাখা।

৪. বাগানের সেচ ব্যবস্থার উন্নতি অব্যাহত রাখা।

ঘ. মাস্টার পরিকল্পনা

১. ২০৪১ পর্যন্ত সময়ের জন্য চা খাতের উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করা;

২. ২০৪১ এ দেশে মোট জনসংখ্যার জন্য চা'এর মোট চাহিদা নিরূপণ; এবং

৩. উন্নত দেশে পরিণত হওয়ায় জন প্রতি চায়ের চাহিদার সম্ভব্য পরিমান নির্ধারণ।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
০১	অপরিনত ও পরিণত এলাকায় শূন্যস্থানে নতুন চারা রোপণ (১৬৫ লক্ষ চারা)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৭০ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা প্রথম ৫ বৎসরে ১০% কমিয়ে আনা। এতে ১.৬ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	৭০+৭০= ১৪০ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা ৭.০০% কমিয়ে আনা। এতে ৩.২ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	৭০+৭০+২৫= মোট ১৬৫ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা ৫% কমিয়ে আনা। এতে ৪.৮ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
০২	চা পুনরাবাদ/ খন্ড পুনরাবাদ (২ একরে কম জমিতে পুনরাবাদ করা) (১০,০০০ হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৩৮৫০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা। এতে ৩.৮৫ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।	৮২৭৪ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা এতে ৮.২৭৪ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।	১০০০০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা এতে ১০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।
০৩	চা এলাকা সম্প্রসারণ (৫ হাজার হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	২ হাজার হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা এতে ৪.৮ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।	৪ হাজার হেক্টর জমি সম্প্রসারণ; এতে ৯.৬ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।	৫ হাজার হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা এতে ১০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা উৎপাদিত হবে।
০৪	চা বাগানের জন্য যানবাহন ক্রয়/ সংগ্রহ ট্রাক্টর (১৮০টি) ট্রেইলর (৩৬০ টি) ট্রেইলারসহ পাওয়ার টিলার (৭০ টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৬০টি ট্রাক্টর, ১২০ টি ট্রেইলর এবং ৩৫টি ট্রেইলরসহ পাওয়ার টিলার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে।চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা হবে।	৬০+১২০ =১৮০টি ট্রাক্টর, ১২০+২৪০= =৩৬০টি ট্রেইলর এবং ৩৫+৩৫ =৭০টি পাওয়ার ট্রেইলর ক্রয় /সংগ্রহ করা হবে।চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা হবে।	
০৬	চা বাগানের সেচ সুবিধাদির উন্নয়নে নার্সারীর সেচ যন্ত্র (২২০টি), ৫০ একর সেচ যন্ত্র (১০০টি), ১০০	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৮০টি নার্সারীর সেচ যন্ত্র, ৪০টি ৫০ একর সেচ যন্ত্র, ১০টি ১০০ একর সেচ যন্ত্র এবং ১০টি ৫০ একর ভূ-গর্ভস্থ স্থায়ী সেচ যন্ত্র ক্রয়/ সংগ্রহ করা	৮০+৮০ =১৬০ টি নার্সারীর সেচ যন্ত্র, ৪০+৪০= ৮০টি ৫০ একর সেচ যন্ত্র, ১০+১০=২০টি ১০০ একর সেচ যন্ত্র এবং ১০+১০=২০টি ৫০ একর ভূ-গর্ভস্থ স্থায়ী সেচ যন্ত্র ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে।	৮০+৮০+৬০+২২০টি নার্সারীর সেচ যন্ত্র, ৪০+৪০+২০=১০০টি ৫০ একর সেচ যন্ত্র, ১০+ ১০+ ৫=২৫টি ১০০ একর সেচ যন্ত্র এবং ১০+১০+১০ =৩০টি ৫০ একর ভূ-গর্ভস্থ

	একর সেচ যন্ত্র (২৫টি), ৫০ একর ভূ-গর্ভস্থ স্থায়ী সেচ (৩০টি) ক্রয়/ সংগ্রহ		হবে। এতে চা চারার মৃত্যুর হার ৫% কমানো সম্ভব হবে।	এতে চা চারার মৃত্যুর হার ৩% কমাসো সম্ভব হবে।	স্থায়ী সেচ যন্ত্র ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে চা চারার মৃত্যুর হার '০'তে কমানো সম্ভব হবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
০৭	কীটনাশকের হস্তচালিত স্প্রেয়ার (১০০০টি) পাওয়ার স্প্রেয়ার (১৫৫টি) ক্রয়/সংগ্রহ	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	কীটনাশকের ৪০০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার এবং ৫০ টি পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।	কীটনাশকের ৪০০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার এবং ৫০+৭৫ টি পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।	কীটনাশকের ৪০০+ ৪০০+২০০=১০০০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার এবং ৫০+৭৫+৩০ = ১৫৫টি পাওয়ার স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।
খ. স্বল্প উন্নত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচি					
০১	অপরিনত ও পরিনত এলাকা শূন্যস্থানে নতুন চারা রোপণ (৯০ লক্ষ চারা)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৩৫ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা প্রথম ৫ বৎসরে ১০% কমিয়ে আনা। এতে ০.৯ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	৩৫+৩৫=৭০ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা পরবর্তী বছরে ৭% কমিয়ে আনা। এতে ০.১৮ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	৩৫+৩৫+২০= ৯০ লক্ষ নতুন চারা রোপণ। চা সেকশনের চা শূন্যতা পরবর্তী বছরে ৫% কমিয়ে আনা। এতে ২.৭ কেজি চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
০২	চা পুনরাবাদ/ খন্ড পুনরাবাদ (৩২০ হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	১৫০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা এতে ০.১৫ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	১৫০+১৫০=৩০০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা এতে ০.৩০ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	১৫০+১৫০+২০=৩২০ হেক্টর জমি পুনরাবাদ/ খন্ড পুনরাবাদের আওতায় আনা এতে ০.০২ মিলিয়ন কেজি চা অর্থাৎ মোট ০.৩২ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।
০৩	চা এলাকা সম্প্রসারণ (১ হাজার হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	৪০০ হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ০.৯৬ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	৪০০+৪০০=৮০০ হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ১.৯২ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	৪০০+৪০০+২০০=১০০০ হেক্টর জমি সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ২.৪ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।
০৪	চা বাগানের জন্য যানবাহন ক্রয়/ সংগ্রহ ট্রাক্টর (১৫টি) ট্রেইলর (৩০টি) ট্রেইলারসহ পাওয়ার টিলার (৩০ টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	১০টি ট্রাক্টর, ২০ টি ট্রেইলর এবং ১৫টি ট্রেইলরসহ পাওয়ার টিলার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে।চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা হবে।	১০+৫ =১৫টি ট্রাক্টর, ২০+১০=৩০টি ট্রেইলর এবং ১৫+১৫=৩০টি পাওয়ার ট্রেইলর ক্রয় /সংগ্রহ করা হবে।চা পাতা, সার, কীটনাশকসহ সকল মালামাল এবং শ্রমিক পরিবহনে সুবিধা হবে।	
০৬	চা বাগানের সেচ	বাংলাদেশ	২০টি নার্সারীর সেচ যন্ত্র	২০+১৫= ৩৫টি নার্সারীর	

	সুবিধাদির উন্নয়ন নার্সারি সেচ যন্ত্র (২.৫ একর) (৩৫ টি)	চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে চা চারার মৃত্যুর হার ১০% কমানো সম্ভব হবে।	সেচ যন্ত্র ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে চা চারার মৃত্যুর হার ২% কমানো সম্ভব হবে।	

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
খ. স্বল্পোনত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচি					
০৭	কীটনাশক যন্ত্র হস্তচালিত স্প্রেয়ার (২৫০ টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান মালিকগণ	কীটনাশকের ১০০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।	কীটনাশকের ১০০+১০০ =২০০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।	কীটনাশকের ১০০+১০০ +৫০=২৫০টি হস্তচালিত স্প্রেয়ার ক্রয়/ সংগ্রহ করা হবে। এতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ এবং আগাছা দমন সহজ হবে।
গ. ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের উন্নয়ন					
০১	চা এলাকা সম্প্রসারণ (৪ হাজার হে:)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষীগণ	ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ যোগ্য ১৫০০ হেক্টর জমি চা সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ৩.৬ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	**১৫০০+২০০০=৩৫০০ হেক্টর** জমি চা সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে ৮.৪ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা জাতীয় উৎপাদনে যুক্ত হবে।	**১৫০০+২০০০+৫০০=৪০০০ হেক্টর**জমি চা সম্প্রসারণের আওতায় আনা হবে। এতে জাতীয় উৎপাদনে প্রায় ৯.৬ মিলিয়ন কেজি অতিরিক্ত চা যুক্ত হবে।
০২	বট-লীফ কারখানা (৫টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বট-লীফ কারখানা কর্তৃপক্ষ	৪.০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের জন্য ২টি বট-লীফ কারখানা স্থাপিত হবে। যা চা প্রক্রিয়াজাতকরণকে সহায়তা করবে এবং চা উৎপাদন খরচ কমাবে ।	৮.০০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের জন্য ২টি বট-লীফ কারখানা স্থাপিত হবে। যা চা প্রক্রিয়াজাতকরণকে সহায়তা করবে এবং চা উৎপাদন খরচ কমাবে ।	৯.৬ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের জন্য ১টি বট-লীফ কারখানা স্থাপিত হবে। যা চা প্রক্রিয়াজাতকরণকে সহায়তা করবে এবং চা উৎপাদন খরচ কমাবে ।
ঘ. কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ					
০১	চা পাতা প্রক্রিয়াকরণ কারখানা অধুনিকীকরেণর জন্য উইদারিং ট্রাফ (৪২৫ টি), ট্রাফ ফ্যান (৪২৫ টি), ১৫" রোটার ওভেন (৯০ টি), রোলিং টেবিল (৫ টি),সিটিসি মেশিন (৬০ টি), হিউমিডিফায়ার (২৮০ টি),গুগী শিপ্টার (৩৩টি), ড্রায়ার (৬০ টি),	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান কর্তৃপক্ষ	এই যন্ত্র স্থাপনের ফলে কারখানাসমূহ কর্মক্ষম হবে। উন্নতমানের চা তৈরির মাধ্যমে বাগানসমূহ লাভজনক হয়ে উঠবে।		

	কনটিনিউয়াস ফারমেন্টিং মেশিন (৬০ টি), স্ট্রার-কাম-ফাইবার একার ট্রাক্টর (৮০ টি),				

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
	সুইয়িং মেশিন (১২০ টি)ডিজেল জেনারেটিং সেট (৬০টি) কেপাসিটার ব্যাংক (৬০ টি) ট্রান্সফর্মার (৬০ টি) মিলিং লেথ (২০ টি)				
ঙ. প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট শক্তিশালীকরণ					
০১	সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (৩জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট	নিবির পরিবীক্ষণের কারণে বাগান সমূহে চা সম্প্রসারণ কাজ ত্বরান্বিত হবে। চা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে।	নিবির পরিবীক্ষণের কারণে বাগান সমূহে চা সম্প্রসারণ কাজ ত্বরান্বিত হবে। চা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে।	নিবির পরিবীক্ষণের কারণে বাগান সমূহে চা সম্প্রসারণ কাজ ত্বরান্বিত হবে। চা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হবে।
০২	সহকারী প্রকৌশলী (১ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট	রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সহ প্রয়োজনীয় স্থাপনা সমূহ দ্রুত তৈরি করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। চা চাষে অনুকুল পরিবেশ তৈরি হবে।	রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সহ প্রয়োজনীয় স্থাপনা সমূহ দ্রুত তৈরি করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। চা চাষে অনুকুল পরিবেশ তৈরি হবে।	রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সহ প্রয়োজনীয় স্থাপনা সমূহ দ্রুত তৈরি করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। চা চাষে অনুকুল পরিবেশ তৈরি হবে।
০৩	পরিকল্পনা / ডকুমেনটেশন কর্তকর্তা (১ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট	চা চাষ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নথি পত্র সংরক্ষণ সহজ হবে।	চা চাষ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নথি পত্র সংরক্ষণ সহজ হবে।	চা চাষ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ এবং নথি পত্র সংরক্ষণ সহজ হবে।
০৪	কম্পিউটার অপারেটর (২ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট	দাপ্তরিক কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।	দাপ্তরিক কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।	দাপ্তরিক কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।
চ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি					
০১	বিটিআরআই এবং সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। কৌশলগত গবেষণার ফলাফল চা চাষের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে সহজেই পৌছে দেয়া যাবে।	সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫২.০০ লক্ষ+৪৪.০০=৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে।কৌশলগত গবেষণার ফলাফল চা চাষের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে সহজেই	সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৫২.০০ লক্ষ+৪৪ লক্ষ+৩০.০০ লক্ষ=১২৬.০০ টাকা ব্যয় হবে।কৌশলগত গবেষণার ফলাফল চা

				পৌঁছে দেয়া যাবে।	চাষের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কাছে সহজেই পৌঁছে দেয়া যাবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
চ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি					
০২	বিটিআরআই উদ্ভাবিত ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি বিতরণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং বিতরণের ফলে সহজে ও অল্প খরচে উন্নতমানের চা উৎপাদন করা যাবে। ফলে চা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।	ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৪.০০ লক্ষ +৯.০০=২৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং বিতরণের ফলে সহজে ও অল্প খরচে উন্নতমানের চা উৎপাদন করা যাবে। ফলে চা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।	ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৪.০০ লক্ষ +৯.০০+৭.০০= ৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং বিতরণের ফলে সহজে ও অল্প খরচে উন্নতমানের চা উৎপাদন করা যাবে। ফলে চা উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।
০৩	মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও বাড়ানোর জন্য এর জৈব পদার্থ বৃদ্ধি	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জৈব পদার্থ বাড়ানো লক্ষ্যে ৭.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ফলে মাটি উর্বর হবে এবং চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জৈব পদার্থ বাড়ানো লক্ষ্যে ৭.৫৫ +৭.৫৫=১৫.১০ লক্ষটাকা ব্যয় হবে । ফলে মাটি উর্বর হবে এবং চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।	মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জৈব পদার্থ বাড়ানো লক্ষ্যে ৭.৫৫ লক্ষ+৭.৫৫+৩.১২ =১৮.২২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে । ফলে মাটি উর্বর হবে এবং চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
০৪	সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবন	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবনের জন্য ৪.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ফলে চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত হবে।	সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবনের জন্য ৪.৬০ লক্ষ+ ৪.১০=৮.৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ফলে চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত হবে।	সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবনের জন্য ৪.৬০ লক্ষ +৪.১০ লক্ষ +২.০০ = ১০.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। ফলে চা'য়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এতে উৎপাদনকারীরা উৎসাহিত হবে।
০৫	সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমন	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমনের জন্য ৬৫.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এতে অল্প খরচে ও সহজে রোগবালাই দমন করা যাবে। চা উৎপাদন বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।	সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমনের জন্য ৬৫.৪০ লক্ষ +৩০.৮০=৯৬.২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এতে অল্প খরচে ও সহজে রোগবালাই দমন করা যাবে। চা উৎপাদন বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।	সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমনের জন্য ৬৫.৪০+ ৩০.৮০+৭.২৫=১০৩.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এতে অল্প খরচে ও সহজে রোগবালাই দমন করা যাবে। চা উৎপাদন বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

০৬	জেনেটিক ম্যাপ	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	চা গাছের জেনেটিক ম্যাপ তৈরির জন্য একটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হবে।		

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
চ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধি					
০৭	টিসু ক্যালচার	বাংলাদেশ চা বোর্ড, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	চা গাছের টিসু ক্যারচারের জন্্য একটি আধুনিক ল্যাপ প্রতিষ্ঠা করা হবে।		
ছ. চা বাগান সমুহের অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী					
০১	রাস্তা (৪৭টি) কালভার্ট (৫০ টি) ব্রিজ (৪০টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	২০টি রাস্তা, ২০ কালভার্ট এবং ১৫ টি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। চা বাগানের রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা পানি নিস্কাশন সহজ হবে। অল্প সময়ে ও খরচে মালামাল পরিবহন করা যাবে।	২০+২০=৪০ টি রাস্তা, ২০+২০=৪০ টি কালভার্ট এবং ১৫+১৫=৩০ টি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। চা বাগানের রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা পানি নিস্কাশন সহজ হবে। অল্প সময়ে ও খরচে মালামাল পরিবহন করা যাবে।	২০+২০+৭=৪৭ টি রাস্তা, ২০+২০+ ১০= ৫০টি কালভার্ট এবং ১৫+১৫+১০=৪০ টি ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। চা বাগানের রাস্তা, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামতের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা পানি নিস্কাশন সহজ হবে। অল্প সময়ে ও খরচে মালামাল পরিবহন করা যাবে।
জ. চা বাগানগুলোর সেচ সুবিধা উন্নয়নের কর্মসূচী					
০১	বাঁধ/জলাধার (৭৫টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান কর্তৃপক্ষ	৩২টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা হবে। এতে বাগানের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, যা উৎপাদন বাড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।	৩২+৩২=৬৪টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা হবে। এতে বাগানের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, যা উৎপাদন বাড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।	৩২+৩২+১১=৭৫টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা হবে।এতে বাগানের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, যা উৎপাদন বাড়াতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।
ঝ. চা বাগানে শ্রম কল্যাণের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী					
০১	চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্মত আবাসিক সুবিধা প্রদান। শ্রমিক বাসস্থান (১৫,০০০টি) ও শৌচাগার (১৫,০০০টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বাগান কর্তৃপক্ষ	৬০০০টি শ্রমিক বাসস্থান এবং ৬০০০ টি শৌচাগার নির্মান করা হবে। শ্রমিকরা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে, বসবাস করাতে পারবে, রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে, কাজে অধিক মনোযোগী হবে ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে	৬০০০ + ৬০০০= ১২০০০টি শ্রমিক বাসস্থান এবং ৬০০০+৬০০০= ১২০০০ টি শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবে। শ্রমিকরা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে, বসবাস করাতে পারবে, রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে, কাজে অধিক	৬০০০+৬০০০+৩০০০ = ১৫,০০০টি শ্রমিক বাসস্থান এবং ৬০০০+ ৬০০০+৩০০০ = ১৫,০০০ টি শৌচাগার নির্মাণ করা হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবে। শ্রমিকরা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে, বসবাস করাতে পারবে রোগবালাই থেকে রক্ষা

				মনোযোগী হবে ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে	পাবে, কাজে অধিক মনোযোগী হবে ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
ঝ. চা বাগানে শ্রম কল্যাণের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচী					
০২	পানীয় জলের সুবাধা তৈরী গভীর নলকূপ (৪০টি) হস্তচালিত নলকূপ (৪৫০০টি) পাতকুয়া (৩০০টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	১৫টি গভীর নলকূপ, ২০০০ টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ১২৫টি পাতকুয়া নির্মাণ করা হবে। শ্রমিকরা সুপেয় পানি পানের সুযোগ পাবে, পানি বাহিত রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে। সুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে পারবে	১৫টি+১৫টি=৩০টি গভীর নলকূপ, ২০০০ টি+ ২০০০টি=৪০০০টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ১২৫টি + ১২৫টি=২৫০টি পাতকুয়া নির্মাণ করা হবে। শ্রমিকরা সুপেয় পানি পানের সুযোগ পাবে, পানি বাহিত রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে। সুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে পারবে	১৫টি+১৫টি+১০টি=৪০ টি গভীর নলকূপ, ২০০০ টি+ ২০০০টি+ ৫০০টি= ২৫০০টি হস্তচালিত নলকূপ এবং ১২৫টি + ১২৫টি + ৫০টি=৩০০টি পাতকুয়া নির্মাণ করা হবে। শ্রমিকরা সুপেয় পানি পানের সুযোগ পাবে, পানি বাহিত রোগবালাই থেকে রক্ষা পাবে। সুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে পারবে
০৩	স্বাস্থ্য সেবা- হাসপাতাল/কমিউনিটি ক্লিনিক/ ডিসপেন্সারী/ ক্রেশ হাউজ (১৫টি) মাদারস্ ক্লাব (১০০টি)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৬টি ক্রেশ হাউস এবং ৪০টি মাদারস্ ক্লাব নির্মাণ করা হবে। এতে স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হওয়ায় চা বাগানের শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা- দুর্বল স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি হ্রাস পাবে।	৬টি+৬টি=১২টি ক্রেশ হাউস এবং ৪০টি+ ৪০টি =৮০টি মাদারস্ ক্লাব নির্মাণ করা হবে। এতে স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হওয়ায় চা বাগানের শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা- দুর্বল স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি হ্রাস পাবে।	৬টি+৬টি+৩টি=১৫টি ক্রেশ হাউস এবং ৪০টি+৪০টি+২০টি =১০০টি মাদারস্ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য হওয়ায় চা বাগানের শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা- দুর্বল স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি হ্রাস পাবে।
০৪	শ্রম আদালত স্থাপন (২টি)	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে।		
ঞ. চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী					
০১	চা বাগান ব্যবস্থাপকদের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (১৭০ জন) ও কর্মশালা (৭২০ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৭৫ জনকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করানো হবে। এছাড়াও ২৪০ জন জন ব্যবস্থাপককে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করানো হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	৭৫+৭৫=১৫০জনকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করানো হবে। এছাড়াও ২৪০ + ২৪০=৪৮০জন ব্যবস্থাপককে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করানো হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	৭৫+৭৫=২০=১৭০জন কে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করানো হবে। এছাড়াও ২৪০ +২৪০+ ২৪০=৭২০জন ব্যবস্থাপককে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করানো হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।
০২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য	বাংলাদেশ	৪০ জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য	৪০+৪০=৮০ জনকে	৪০+৪০+৪০=১২০

	সেবক প্রশিক্ষণ (১২০ জন)	চা বোর্ড	সেবক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগনের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে।	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগনের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে।	জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকগনের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নত হবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
এ. চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী					
০৩	শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৩০০ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	প্রথম ৫ বৎসরে ৩০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক পোষ্য গনের শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত ও উন্নত হবে।		
০৪	ষ্টাফদের চা উৎপাদন কোর্স (১৮০ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	৬০ জনকে চা উৎপাদন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুনাগুন সংরক্ষণ সহজ হবে।	৬০+৬০=১২০ জনকে চা উৎপাদন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুনাগুন সংরক্ষণ সহজ হবে।	৬০+৬০+৬০=১২০ জনকে চা উৎপাদন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুনাগুন সংরক্ষণ সহজ হবে।
০৫	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (৭২০ জন) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৭২০ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	২৪০ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়াও ২৪০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুনাগুন সংরক্ষণ সহজ হবে।	২৪০+২৪০=৪৮০ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়াও ২৪০+ ২৪০ = ৪৮০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুনাগুন সংরক্ষণ সহজ হবে।	২৪০+২৪০+২৪০=৭২০ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এছাড়াও ২৪০+২৪০ + ২৪০ =৭২০ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে অধিক চা উৎপাদন এবং উৎপাদিত চায়ের মান ও গুনাগুন সংরক্ষণ সহজ হবে।
০৬	চা বোর্ড পিডিইউ এবং বিটিআরআই এর কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ (৩১ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	১২ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	১২ +১২ =২৪জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	১২+১২+৭=৩১ জন কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।
০৭	প্লানিং একাডেমি/বিপিএটিসিতে (প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ (৩২ জন)	বাংলাদেশ চা বোর্ড	১২ জনকে প্লানিং একাডেমি/বিপিএটিসিতে (প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	১২ +১২= ২৪জনকে প্লানিং একাডেমি/বিপিএটিসিতে (প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	১২+১২+৮=৩২ জনকে প্লানিং একাডেমি/ বিপিএটিসিতে (প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।
০৮	বিআইএম/বিএ	বাংলাদেশ	৩৫ জনকে	৩৫+৩৫=৭০ জনকে	৩৫+৩৫+২১=৯১

	আরডি/বিএআর আই-তে (অফিস ব্যবস্থাপনা) স্থানীয় প্রশিক্ষণ (৯১ জন)	চা বোর্ড	বিআইএম/বিএআরডি/বিএ আরআই-তে অফিস ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চা শিল্পের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	বিআইএম/বিএআরডি/বিএ আরআই- তে অফিস ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চা শিল্পের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।	জনকে বিআইএম/ বিএআরডি/বিএআরআই তে অফিস ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চা শিল্পের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে।

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
			ট. প্রভাব		
০১	চা আমদানির নেতিবাচক প্রভাব দূরীকরণ	বানিজ্য মন্ত্রনালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	যৌক্তিক পরিমান শুল্ক কর আরোপের ফলে মানসম্পন্ন চা আমদানি নিশ্চিত হবে। যা চা শিল্পের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করবে। দেশের অর্থনীতি এবং জলবায়ুর উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।		
০২	চা বাগানের জমির সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন	ভূমি মন্ত্রনালয় ও জেলা প্রশাসক	চা চাষ ব্যবস্থাপনায় অনুকুল পরিবেশ তৈরি হবে।		
০৩	ইজারার দীর্ঘ সূত্রিতা হ্রাসকরণ	ভূমি মন্ত্রনালয়	চা বাগান মালিক কর্তৃপক্ষ স্বল্প সময়ে ভুমির ইজারা লাভ করবেন যা তাদের চা আবাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নকে সহজতর করবে এবং সহজে ব্যাংক ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে।		
০৪	শ্রমিক মজুরী যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ	চা সংসদ চা শ্রমিক ইউনিয়ন	শ্রমিক অসন্তোষ দুর হবে কাজের প্রতি শ্রমিকদের আগ্রহ বাড়বে		
০৫	চা মেশিনারিজ ও স্পেয়ার পার্টস আমদানি পদ্ধতি সহজীকরণ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	কারখানা সচল রাখতে সহায়তা করবে ফলে চা প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থা সহজতর হবে।		
০৬	নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সার্বক্ষিণকভাবে চা প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভব হবে ফলে চায়ের গুণাগতমান বৃদ্ধি পাবে।		
০৭	গ্যাস সংযোগ প্রদান	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	চা প্রক্রিয়াজাতকরণ খরচ হ্রাস পাবে ।		
০৮	বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব	সরকারের সংশ্লিষ্ট	গবেষণার মাধ্যমে লাকসহ প্রকৃতির চায়ের জাত		

	মোকাবেলা	মন্ত্রণালয় সমূহ	উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।		

চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা (Action Plan)

ক্রম	করণীয় বিষয়	বাস্তবায়নে	প্রত্যাশিত ফল		
			স্বল্প মেয়াদী (২০১৬-২০২০)	মধ্য মেয়াদী (২০১৬-২০২৫)	দীর্ঘ মেয়াদী (২০১৬-২০৩০)
১	২	৩	৪	৫ (৪+৫)	৬ (৪+৫+৬)
ট. প্রভাব					
০৯	বাগান এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়	শ্রমিকের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত হবে।		
১০	মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়	মাটির ক্ষয়রোধসহ চা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।		
১১	চা বাগানে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়	চা বাগানে সেচের সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।		
ঠ. ঝুকি মোকাবেলা					
০১	০১	বাংলাদেশ চা বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়	চা ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে ভূমি ক্ষয়রোধসহ পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হবে। ফলে চা চাষ অব্যাহত থাকবে।		
০২	শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	বাংলাদেশ চা বোর্ড	শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। ফলে চা আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।		

২১. বাংলাদেশ চা শিল্পের জন্য গৃহীত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনাসমূহ: বাংলাদেশ চা শিল্পের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে তা দূরীকরণে সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে চা শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করে ১২ বছর মেয়াদী একটি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ক. উন্নয়নশীল চা বাগানগুলোর উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ: বাংলাদেশে বিদ্যমান মোট ১৬৬ টি চা বাগানের মধ্যে ১৫১টিকে উন্নয়নশীল এবং ১৫ টিকে রুগ্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ চা বাগানগুলোর আওতায় মোট জমির পরিমান ১,১৬,১৭২ হেক্টর যার মধ্যে চা চাষাধীন জমির পরিমাণ ৫৮,৭১৯ হেক্টর। চা চাষাধীন জমির মধ্যে আবার ৯,৪০০ হেক্টরের চা গাছ অতিবয়স্ক (৬০ বছরের উর্ধ্বে) ও অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক যার হেক্টর প্রতি বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ৪৮২ কেজি। বিদ্যমান এসকল চা গাছ উৎপাটন করে মাটি যথাযথভাবে পুনর্বাসনপূর্বক উন্নত জাতের রোপণ সামগ্রী দ্বারা পুনরাবাদ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, এসকল চা বাগানগুলোর আওতায় নতুন ভাবে চা সম্প্রসারণযোগ্য ৪,৬৯৮ হেক্টর জমি রয়েছে। অধিকন্তু, বয়স্ক চা গাছ এলাকার শূণ্যস্থান পূরণ, যথাযথভাবে জৈব পদার্থ, সার এবং রাসায়নিক ব্যবহার ও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসরণপূর্বক নিবিড় চাষাবাদ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে উন্নয়নশীল চা বাগানগুলোর উন্নয়নের জন্য একটি ১২ বছর মেয়াদী

(২০১৪-১৫ হতে ২০২৫-২৬) উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কর্মসূচি ৩ টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ভাবে ৫৫,৩৪৯.০৭ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে।

টেবিল-৩

চা বাগানগুলোর উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচি

(পরিমাণ হে:/নং এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৮-২০১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২০২৫ হতে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
চা এলাকার শুন্যস্থান পূরণ এবং নীবিড় চাষাবাদ (লক্ষ চারা)	৭০	৭০০.০০	৭০	৭০০.০০	২৫	২৫০.০০	১৬৫	১৬৫০.০০
চা ব্লক পুনরাবাদ/খন্ড পুণরাবাদ	৩৮৫০	১৩১৬৭.০০	৪৪২৪	১৫১৩.০৮	১৭২৬	৫৯০২.৯২	১০০০০	৩৪২০০.০০
চা এলাকা সম্প্রসারণ	২০০০	৬০০০.০০	২০০০	৬০০০.০০	১০০০	৩০০০.০০	৫০০০	১৫০০০.০০
যানবাহন, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম (সংখ্যা)								
ট্রাক্টর	৬০	৪২০.০০	১২০	৮৪০.০০			১৮০	১২৬০.০০
ট্রেইলর	১৪০	১৪০.০০	২২০	২২০.০০			৩৬০	৩৬০.০০
জলাধার (১৫০০ লিটার)	৮০	৪০.০০	১২০	৬০.০০			২০০	১০০.০০
ট্রেইলারসহ পাওয়া টিলার,	৩৫	৪২.০০	৩৫	৪২.০০			৭০	৮৪
নার্সারী সেচ যন্ত্র	৫৫	১৩৭.০০	১১৫	২৮৬.৪৫	৫০	১১৬.৭২	২২০	৫৪০.১৭
৫০ একর সেচ যন্ত্র	৫০	৪৫০.০০	৫০	৪৫০			১০০	৯০০.০০
১০০ একর সেচ যন্ত্র	২০	২৫০.০০	৫	৬২.৫০			২৫	৩১২.৫০
৫০ হেঃ ভূ-গর্ভস্থ স্থায়ী সেচ	৩০	৯০০.০০					৩০	৯০০.০০
হস্তচালিত স্প্রেয়ার	৪০০	১২.০০	৪০০	১২.০০	২০০	৬.০০	১০০০	৩০.০০
পাওয়ার স্প্রেয়ার	৫০	৪.০০	৭৫	৬.০০	৩০	২.৪০	১৫৫	১২.৪০
মোট		২২৬২.০০		২৩৮০৯.০৩		৯২৭৮.০৪		৫৫৩৪৯.০৭

খ. স্বল্প উন্নত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন: *পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মোট ১৬৬ টি চা বাগানের মধ্যে রুগ্ন চা বাগান হচ্ছে ১৫টি। যার মোট আয়তন ৪,৬৬৩.৪৫ হেক্টর অর্থাৎ মোট বরাদ্দকৃত জমির ৪.০১% রুগ্ন চা বাগানের আওতাভুক্ত । এ বাগানগুলোর মোট বরাদ্দকৃত জমির ৩২.৮৭% এলাকায় অর্থাৎ ১,৫৩২.৭১ হেক্টর জমিতে চা আবাদ হয়ে থাকে। রুগ্ন চা বাগানগুলোর মধ্যে কয়েকটি বাগানের ভূমি ব্যবহার ১৭% এর কম। এ ১৫টি চা বাগানে বছরে মাত্র ০.৭৩ মি: কেজি চা উৎপাদিত হয় (হেক্টর প্রতি গড় উৎপাদন মাত্র ৪৭৮ কেজি)। মূলতঃ এ চা বাগানগুলোর কারণেই চা শিল্পের হেক্টর প্রতি গড় বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা দুস্কর হয়ে পড়েছে। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রুগ্ন চা বাগানগুলোর বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন সাধন সম্ভব। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাগানগুলোর উন্নয়নের জন্য ৫,২৪৪.৪০ লক্ষ*

টাকা ব্যয়ে ৩ পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য ১২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ অর্থ নিম্নোক্ত ভাবে ব্যয় হবেঃ

টেবিল-৪

স্বল্পোন্নত চা বাগানগুলোর উন্নয়ন কর্মসূচি

(পরিমাণ হে:/নং এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের প্রধান খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৮-২০১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২০২৫ হতে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়
চা এলাকার শুন্যস্থান পূরণ এবং নীবিড় চাষাবাদ (লক্ষ চারা)	৩৫	৩৫০.০০	৩৫	৩৫০.০০	২০	২০০.০০	৯০	৯০০.০০
চা ব্লক পুনরাবাদ/খন্ড পুণরাবাদ	১৫০	৫১৩.০০	১৫০	৫১৩.০০	২০	৬৮.৪০	৩২০	১০৯৪.৪০
চা এলাকা সম্প্রসারণ	৪০০	১২০০.০০	৪০০	১২০০.০০	২০০	৬০০.০০	১০০০	৩০০০.০০
যানবাহন এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ								
ট্রাক্টর	১০	৭০.০০	৫	৩৫.০০	-	-	১৫	১০৫.০০
ট্রেইলর	১০	১০.০০	৫	৫.০০	-	-	১৫	১৫.০০
ট্রেইলারসহ পাওয়া টিলার	২০	২৪.০০	১০	১২.০০	-	-	৩০	৩৬.০০
নার্সারী সেচ যন্ত্র (২.৫ একর)	২০	৫০.০০	১৫	৩৬.৫০	-	-	৩৫	৮৬.৫০
হস্তচালিত স্প্রেয়ার	১০০	৩.০০	১০০	৩.০০	৫০	১.৫০	১৫০	৭.৫০
মোট		২২২০.০০		২১৫৪.৫০		৮৬৯.৯০		৫২৪৪.৪০

*গ. **ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণ:** প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশগুলোতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ ক্রমবর্ধমানহারে অধিকতর জনপ্রিয় ও টেকসই চা চাষ পদ্ধতি হিসাবে পরিগনিত হচ্ছে। কারণ, এ চাষাবাদ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক সমস্যা কম, উৎপাদন খরচ সীমিত, উৎপাদনশীলতা ও লাভ বেশি। দক্ষিণ ভারতে ৪৭,৫০০ ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারীর আওতায় মোট ২৩,০০০ হেক্টর (২৭%) চা চাষের জমি রয়েছে। এদের হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ২,২৯০ কেজি। তারা দক্ষিণ ভারতে উৎপাদিত মোট চা এর ৪২% উৎপাদন করে থাকেন। শ্রীলংকায় ১,৮৭,০০০ হেক্টর জমি চা চাষের আওতায় আছে। তৎমধ্যে ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারীদের আওতায় ৮৪,১৫০ হেক্টর জমি আছে যা মোট জমির ৪২% এবং জাতীয় উৎপাদনের ৬০% এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়। কেনিয়াতে ৩,১২,৭০০ ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারীর আওতায় মোট ৪৭,০০০ হেক্টর জমি রয়েছে। তারা কেনিয়ার মোট চা উৎপাদনের ৫৬% উৎপাদন করে থাকেন। এই দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে অধিকতর অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে।*

বাংলাদেশে বৃহদায়তনের চা বাগান প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় বৃহৎ আকৃতির জমির প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে নীতিনির্ধারকদের জন্য দেশের উপযুক্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ চা বোর্ড ২০০২ সালে পিএমটিসি (বাংলাদেশ) লি: এর মাধ্যমে একটি সমন্বিত উপযোগীতা সমীক্ষা পরিচালনা করে। চা চাষের সকল উপযোগীতার পরিমাপক পরীক্ষার পর এ সমীক্ষায়, পঞ্চগড় জেলার ১৬,০০০ হেক্টর, ৩ টি পার্বত্য জেলার ৪৬,৮৭৫ হেক্টর এবং বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম এর সনাতনী চা চাষ এলাকার ৩,৫০০ হেক্টর জমিতে কোন রকম আইনগত ও প্রশাসনিক জটিলতা ছাড়া ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণ করা সম্ভব মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। তাছাড়া, ২০০৪ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় আরেকটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়। এ সমীক্ষা প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় ৪,০৬৭ হেক্টর, ঠাঁকুরগায়ে ৪,৪৫৫ হেক্টর এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ৭,৮২২ হেক্টর জমি ক্ষুদ্রায়াতন চা চাষ সম্প্রসারণের উপযোগী। সমীক্ষা প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ

সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ সকল এলাকায় দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণের সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করে বাংলাদেশ চা বোর্ড ২টি প্রকল্প গ্রহণ করে- যার একটি দেশের উত্তরাঞ্চলে পঞ্চগড়, ঠাঁকুরগাও, নীলফামারী, লালমনিরহাঁট এবং দিনাজপুর জেলায় এবং অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাছড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। দেশের উত্তরাঞ্চলে নেয়া 'Development of Small Holding Tea Cultivation in Northern Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৬.৩৩ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন সময় ছিল জানুয়ারি ২০০২ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পটির অবকাঠামোগত কার্যক্রমের ৫০% এবং আর্থিক কার্যক্রমের ৪৯.৫২% সম্পন্ন হয়েছে।

টেবিল- ৫

বাংলাদেশ চা বোর্ড পরিচালতি সমন্বিত উপযোগীতা সমীক্ষা অনুযায়ী ক্ষুদ্রায়তন চা চাষযোগ্য জমি

পঞ্চগড় জেলা	১৬০০০	হেক্টর
৩ টি পার্বত্য জেলা	৪৬৮৭৫	হেক্টর
বৃহত্তর সিলেট ও চট্টগ্রাম	৩৫০০	হেক্টর
বৃহত্তর ময়মনসিংহ	৪০৬৭	হেক্টর
ঠাঁকুরগাও জেলা	৪৪৫৫	হেক্টর
চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা	৭৮২২	হেক্টর

পাই চিত্র- ৩

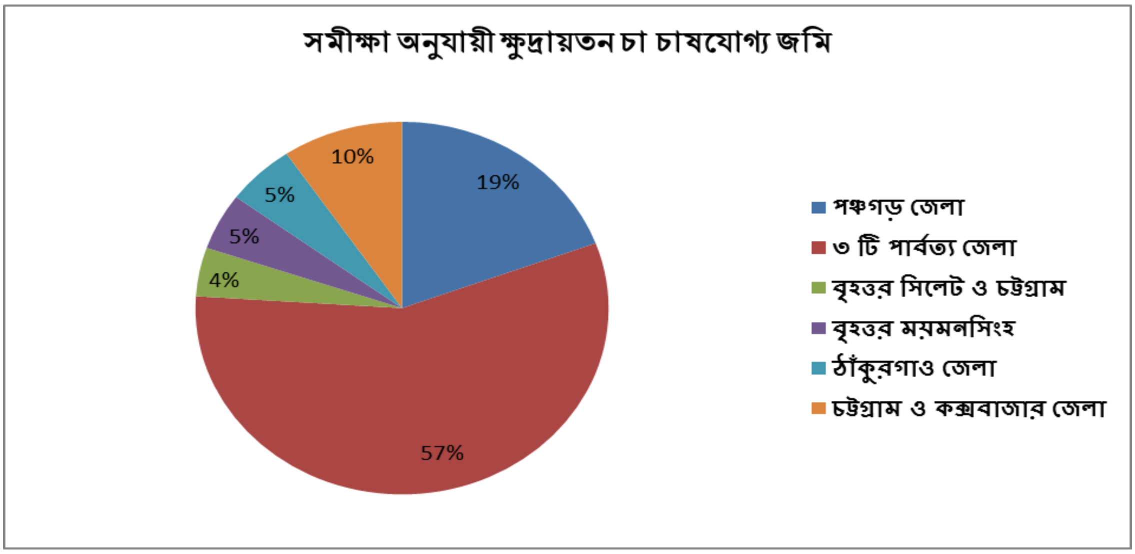

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জন্য নেয়া 'Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts' শীর্ষক প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১০২৯.৩৩ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন সময় আগস্ট, ২০০৩ হতে জুলাই, ২০১৫ পর্যন্ত। ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে এ প্রকল্পটির অবকাঠামোগত কার্যক্রমের ৪২% এবং আর্থিক কার্যক্রমের ৪১.৫৪% সম্পন্ন হয়েছে । যেহেতু দেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য নেয়া প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়েছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নেয়া প্রকল্পটির মেয়াদ ২০১৫ সালের জুলাই মাসে শেষ হবে সেহেতু সার্বিকভাবে দেশের চা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ সম্প্রসারণের নিমিত্ত নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা আবশ্যক। ক্ষুদ্রায়তন চা উৎপাদনকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Common Fund for Commodities অর্থায়নে দেশের পঞ্চগড় ও পার্বত্য বান্দরবান জেলায় একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র চা চাষীদের চা চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১০ লক্ষ চা চারা উত্তোলন পূর্বক ক্ষুদ্র চাষীদের মধ্যে বিতরণ এবং ১০টি সবুজ চা পাতা সংগ্রহ কেন্দ্র ও ১০টি সমবায় কেন্দ্র স্থাপন, ২টি পিকআপ, ৩টি লাইট ট্রাক, ৩টি মটর সাইকেল ক্রয়, প্রভৃতি কাজ। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০০ লক্ষ টাকা। নার্সারীর স্থায়ী সেড এর প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ কাজ চলছে। নার্সারীতে চা গাছের ৭০,০০০ ক্রেশ কার্টিং লাগানো হয়েছে । প্রকল্পটির অবকাঠামোগত ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ২০% ও ১৮.২২%।

বান্দরবান জেলায় সুয়ালক এলাকায় একটি চা কারখানা স্থাপন করা হলে উক্ত এলাকার চা চাষীরা চা আবাদে আরো উৎসাহিত হবে। তাছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেখানে চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। দেশের উত্তরাঞ্চলে চা চাষ তামাক চাষকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। এই সকল দিক বিবেচনা করে দেশের উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ৪০০০ হেক্টর জমিতে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদ এবং ৫ টি 'বটলীফ' চা কারখানা স্থাপনের জন্য ১৩,৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৩ পর্যায়ে বাস্তবায়ন যোগ্য ১২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

টেবিল-৬

ক্ষুদ্রায়তন চা চাষাবাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি

(পরিমাণ হে:/নং এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের প্রধান খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২০২৫ হতে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
চা এলাকা সম্প্রসারণ	১৫০০	৪৫০০.০০	২০০০	৬০০০.০০	৫০০	১৫০০.০০	৪০০০	১২০০০.০০
বট-লীফ কারখানা	২	৬৪০.০০	২	১	১	৩২০.০০	৫	১৬০০.০০
মোট		৫১৪০.০০				১৮২০.০০		১৩৬০০.০০

ঘ. চা কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণ: উন্নতমানের চা তৈরির লক্ষে কারখানাগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করা প্রয়োজন। বিদ্যমান ১৬৬ টি বাগানের মধ্যে ৯৬ টিতে সুসজ্জিত কারখানা রয়েছে, ১৮টি কারখানার যন্ত্রপাতি অত্যন্ত নিম্নমানের। অবশিষ্ট ৫২টি চা বাগানে কোন কারখানা নেই। এ বাগানগুলি তাদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা অন্য চা কারখানায় বিক্রি করে অথবা সনাতনী পদ্ধতিতে নিজেরাই চা প্রক্রিয়াজাত করে থাকে। এই বাগানগুলোর মধ্যে কিছু কিছু বাগান নিজেদের কারখানা স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত কাঁচা পাতা উৎপাদন করতে পারে না। 'বিটিআরপি' বাস্তবায়নকালীন সময়ে রোপিত চা গাছ ইতোমধ্যে পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হওয়ায় চা উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচেছ। ২১ শতকের জন্য প্রস্তাবিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে চায়ের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। অতিরিক্ত উৎপাদিত চা প্রক্রিয়াজাত করার সুবিধা সৃষ্টির জন্য কারখানাসমূহকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসমকরণ ও আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন। মানসম্পন্ন চা তৈরির জন্য অপর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি সম্বলিত কারখানাগুলিকে যথাযথভাবে সুসজ্জিত করতে হবে। যে সকল বাগানে কারখানা নাই সেখানে নতুন কারখানা স্থাপন করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে চা কারখানাগুলোকে সুষমকরণ ও আধুনিকীকরণের জন্য মোট ৭,৭৮৬.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ১২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে যা নিম্নোক্তভাবে ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্যঃ

টেবিল-৭

চা কারখানা সুষমকরণ ও আধুনিকীকরর্ণের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি

(পরিমাণ নং এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের প্রধান খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২৫ হতে ২০২৫-২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
উইদারিং ট্রাফ	১২৫	২১৮.৭৫	২০০	৩৫০.০০	১০০	১৭৫.০০	৪২৫	৭৪৩.৭৫
ট্রাফ ফ্যান	১২৫	১২৫.০০	২০০	২০০.০০	১০০	১০০.০০	৪২৫	৪২৫.০০
১৫'' রোটার ওভেন	১৫	৪৫.০০	৫০	১৫০.০০	২৫	৭৫.০০	৯০	২৭০.০০
রোলিং টেবিল	৫	১০.০০	-	-	-	-	৫	১০.০০
সিটিসি মেশিন	২০	৫২০.০০	৪০	১০৪০.০০	-	-	৬০	১৫৬০.০০
হিউমিডিফায়ার	৮০	১২.৮০	১৫০	২৪.০০	৫০	৪.০০	২৮০	৪৪.৮০
গুগী শিপ্টার	৪	৮.০০	২০	২০.০০	৫	৫.০০	৩৩	৩৩.০০
ড্রায়ার	২০	৬৬০.০০	৪০	১৩২০.০০	-	-	৬০	১৯৮০.০০
কনটিনিউয়াস ফারমেন্টিং মেশিন	২০	৫০০.০০	৪০	১০০০.০০	-	-	৬০	১৫০০.০০

সর্টার-কাম-ফাইবার একারট্রাক্টর	৩০	৬৭.৫০	৫০	১১২.৫০	-	-	৮০	১৮০.০০
সুইয়িং মেশিন	২৫	২.৫০	৫০	৫.০০	২৫	২.৫০	১২০	১০.০০
ডিজেল জেনারেটিং সেট	২০	২০০.০০	৪০	৪০০.০০	-	-	৬০	৬০০.০০
কেপাসিটার ব্যাংক	২০	১০.০০	৪০	২০.০০	-	-	৬০	৩০.০০
ট্রান্সফর্মার	২০	১০০.০০	৪০	২০০.০০	-	-	৬০	৩০০.০০
মিলিং লেথ	২০	১০০.০০	-	-	-	-	২০	১০০.০০
মোট		২৫৭৯.৫৫		৪৮৪১.৫০		৩৬৫.৫০	১৮৩৮	৭৭৮৬.৫৫

ঙ. প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট শক্তিশালীকরণ: *প্রস্তাবিত কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম শক্তিশালী করার প্রয়োজন হবে। 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের নিজস্ব মিশন থাকা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামোতে বিদ্যমান ৫১ টি পদের অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নোক্ত ৭টি পদে জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছেঃ*

১. সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৩ জন
২. পরিকল্পনা/ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা	১ জন
৩. সহকারী প্রকৌশলী	১ জন
৪. কম্পিউটার অপারেটর	২ জন

এ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ১৯৮.৩২ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য নিম্নেবর্ণিত উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

টেবিল-৮

প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট শক্তিশালীকরণের জন্য অতিরিক্ত জনবল

(পরিমাণ সংখ্যায় এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের প্রধান খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২০২৫ হতে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	পদ সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পদ সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পদ সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পদ সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৩	৩৬.০০	৩	৪৩.২০	৩	১৭.২৮	৩	৯৬.৪৮
সহকারী প্রকৌশলী	১	১২.০০	১	১৪.৪০	১	৫.৭৬	১	৩২.১৬
পরিকল্পনা/ডকুমেনটেশন কর্মকর্তা	১	১২.০০	১	১৪.৪০	১	৫.৭৬	১	৩২.১৬
কম্পিউটার অপারেটর	২	১৪.০০	২	১৬.৮০	২	৬.৭২	২	৩৭.৫২
মোট	৭	৭৪.০০	৭	৮৮.৮০	৭	৩৫.৫২	৭	১৯৮.৩২

চ. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ: *'ভিশন- ২০২১' বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই) এর নিজস্ব মিশন থাকা অপরিহার্য। গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য বিটিআরআই এর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ উন্নতমানের গবেষণাগার প্রয়োজন। বিটিআরআই এর গবেষণালব্ধ ফলাফল চা শিল্পে প্রয়োগের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। চা শিল্পে বিদ্যমান নিম্ন উৎপাদনশীলতা, উচ্চ উৎপাদন ব্যয়, চা চাষে অতি নিম্নহারে ভূমির ব্যবহার ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বিটিআরআই এর জন্য একটি কার্যকর কৌশলগত গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের চা' এর উৎপাদন বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল ও মান সম্পন্ন চায়ের ক্লোন উদ্ভাবন, মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি, বিশেষ গুরুত্ব সহকারে অনুজীব পদ্ধতির প্রয়োগসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে রোগবালাই, কীটপতঙ্গ ও আগাছা দমনের জন্য সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ, চা শিল্পের আর্থ-সামাজিক অবস্থার গবেষণা ইত্যাদি বিষয়গুলিতে সর্বাধিক গুরুত্ব রোপ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে ৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মোট ২৯৮.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছেঃ*

টেবিল-৯

কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২০২৫ থেকে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১. বিটিআরআই এবং সাব-ষ্টেশনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ।		৫২.০০		৪৪.০০		৩০.০০		১২৬.০০
২. বিটিআরআই উদ্ভাবিত ক্লোন, উন্নতবীজ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি বিতরণ		১৪.০০		৯.০০		৭.০০		৩০.০০
৩. মাটির গুণাগুণ সংরক্ষণ ও বড়ানোর জন্য এর জৈব পদার্থ বৃদ্ধি		৭.৫৫		৭.৫৫		৩.১২		১৮.২২
৪. সংকরায়নের মাধ্যমে চায়ের উন্নত ক্লোন ও বীজ উদ্ভাবন		৪.৬০		৪.১০		২.০০		১০.৭০
৫. সমন্বিত রোগবালাই ব্যবস্থাপনা এবং অনুজীব পদ্ধতিতে রোগবালাই দমন		৬৫.৪০		৩০.৮০		৭.২৫		১০৩.৪৫
৬. চা অর্থনীতি		৪.০০		৪.০০		২		১০.০০
মোট		১৪৭.৫৫	-	৯৯.৪৫		৫১.৩৭		২৯৮.৩৭

ছ. অবকাঠামোগত উন্নয়ন: *চা শিল্পে বিদ্যমান সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সেতু ও কালভার্টসহ চা বাগান এলাকায় সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা আবশ্যক যাতে বাগানগুলোতে উৎপাদিত চা বাজারজাত ও পরিবহণসহ অন্যান্য উপকরণ, যন্ত্রপাতি, প্যাকেটিং সামগ্রী, পেট্রোলিয়াম ও লুব্রিকেটিং পণ্য, খুচরা যন্ত্রাংশ, রেশন ইত্যাদি সহজে পরিবহণ করা যায় এবং চা বাগান এলাকায় বসবাসকারী লোকজনের যাতায়াত ও যোগাযোগ সহজ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে চা বাগানগুলোর যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংযোগ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণের জন্য মোট* ***২,০১৭.০০*** *লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত* ***১২*** *বছর মেয়াদী নিম্নে উল্লেখিত উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ*

টেবিল-১০

চা বাগানগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী

(পরিমাণ কিঃমিঃ/সংখ্যা এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৮-২০১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২০২৫ থেকে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
রাস্তা	২০	৬২০.০০	২০	৬২০.০০	৭	২১৭.০০	৪৭	১৪৫৭.০০
কালভার্ট	২০	৮০.০০	২০	৮০.০০	১০	৪০.০০	৫০	২০০.০০
ব্রিজ	১৫	১৩৫.০০	১৫	১৩৫.০০	১০	৯০.০০	৪০	৩৬০.০০
মোট		৮৩৫.০০		৮৩৫.০০		৩৪৭.০০		২০১৭.০০

জ. চা বাগানের সেচ সুবিধাদির উন্নয়ন: *বাংলাদেশে চা শিল্প শুষ্ক মৌসুমে তীব্র খরার সম্মুখীন হয়, আবার বর্ষাকালে সমতল চা এলাকাগুলোতে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ধারণা করা হয় যে চা বাগানগুলোতে প্রয়োজনীয় সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে চা এর উৎপাদন প্রায়* ***১০%*** *বৃদ্ধি পাবে এবং অল্পবয়সী গাছের মৃত্যু হার কমবে। নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে চা উৎপাদন প্রায় ৫% বৃদ্ধি করা সম্ভব মর্মে অনুমেয়। শুষ্ক মৌসমে সেচের সুবিধার্থে*

বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জন্য প্রত্যেক চা বাগানে জলাধার নির্মাণ করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে শুষ্ক মৌসুমে চা বাগানগুলোতে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পানির উৎস সৃষ্টির জন্য মোট ১,৪৯৯.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত নিম্নোক্তভাবে ১২ বছর মেয়াদী ১ টি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

টেবিল-১১

চা বাগানগুলোর সেচ সুবিধা উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি

(পরিমাণ কিঃমিঃ/সংখ্যা এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৮-২০১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২০২৫ হতে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
বাঁধ/জলাধার	৩২	৬৩৭.০০	৩২	৬৩৭.০০	১১	২২৫.৯৫	৭৫	১৪৯৯.৯৫
মোট		৬৩৭.০০		৬৩৭.০০		২২৫.৯৫		১৪৯৯.৯৫

এছাড়াও বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ সালে 'Climate Change Trust Fund (PPCCTF)' এর আওতায় 'Adaptation to Impacts of Climate Changes for Sustainable Tea Production' শীর্ষক ২,২৭৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি উন্নয়ন প্রকল্প দাখিল করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৪টি সেচ যন্ত্র সংগ্রহ করা হবে এবং ৫১টি চা বাগানে ২৫টি বাঁধ/জলাধার নির্মাণ করা হবে।

ঝ. চা বাগানে শ্রমিক কল্যাণ: চা বাগানগুলোর মোট জনসংখ্যা ৩,৯০,২৩৮ (২০১৩) যার মধ্যে ২,০২,৯২৩ জন পুরুষ এবং ১,৮৭,৩১৫ জন মহিলা। মোট নিবন্ধিত শ্রমিক সংখ্যা ১,০৬,২০৪ জন এর মধ্যে ৫১,৫৬৯ জন পুরুষ, ৫৪,৬৩৫ জন মহিলা। এছাড়াও ২৮,৩১৩ জন অস্থায়ী শ্রমিক চা বাগানে নিয়োজিত আছেন। চা বাগানে কর্মরত মহিলা শ্রমিকগণ প্রধানতঃ বাগানের কাজ, নার্সারী প্রতিষ্ঠা, কাঁচা পাতা চয়ন এবং আগাছা দমন কাজে নিয়োজিত থাকেন। কারখানা, ক্র্যাশহাউজ, মেডিকেল সেন্টার ও হাসপাতালের বিভিন্ন কাজেও মহিলা শ্রমিকগণ নিয়োজিত থাকেন। পুরুষ শ্রমিকগণ মাঠ, কারখানা এবং হাসপাতালে কাজ করে থাকেন। চা বাগানের শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে দূর্বল স্বাস্থ্য ও অপুষ্টি। বিদ্যমান বাগানগুলির মাত্র ২৩% চা বাগানে হাসপাতাল সুবিধা রয়েছে। চা শিল্প সবসময় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। উপযুক্ত শ্রমিক, বাসস্থান নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও নর্দমা নির্মাণ, শিশুগৃহ স্থাপন, ডিসপেনসারিতে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ ব্যবস্থাপকদের জন্য সেমিনার ও কর্মশালা অয়োজন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চা শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের নিরিখে চা বাগানগুলোতে শ্রমিক কল্যাণ সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য মোট ১০,২৪১.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত নিম্নোক্তভাবে ১২ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

টেবিল-১২

চা বাগানে শ্রমিক কল্যানের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি

(পরিমাণ কিঃমিঃ/সংখ্যা এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-২০১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২০২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২৫ হতে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়
শ্রমিক বাসস্থান	৬০০০	৩০০০.০০	৬০০০	৩০০০.০০	৩০০০	১৫০০.০০	১৫০০০	৭৫০০.০০
শৌচাগার	৬০০০	৪২০.০০	৬০০০	৪২০.০০	৩০০০	২১০.০০	১৫০০০	১০৫০.০০
গভীর নলকূপ	১৫	১৫০.০০	১৫	১৫০.০০	১০	১০০.০০	৪০	৪০০.০০
হস্তচালিত নলকূপ	২০০০	১২৬.০০	২০০০	১২৬.০০	৫০০	৩১.৫০	৪৫০০	২৮৩.৫০
পাতকুয়া	১২৫	২৫.০০	১২৫	২৫.০০	৫০	৮.৩৩	৩০০	৫৮.৩৩
স্বাস্থ্য সেবা	-	১৫০.০০	-	১৫০.০০	-	৭৫.০০	-	৩৭৫.০০
হাসপাতাল/কমিউনিটি ক্লিনিক/ডিসপেন্সারী/ক্রেশ হাউজ	৬	১৫০.০০	৬	১৫০.০০	৩	৭৫.০০	১৫	৩৭৫.০০

মাদারস্ ক্লাব	৪০	৪০.০০	৪০	৪০.০০	২০	২০.০০	১০০	১০০.০০
শ্রম আদালত	০২	১০০.০০	-	-	-	-	০২	১০০.০০
মোট		৪১৬১.০০		৪০৬১.০০		২০১৯.৮৩		১০২৪১.৮৩

ঞ. চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন: *চা শিল্পের তুলনামূলক সুবিধা এর মানব সম্পদের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে । কৃষি ভিত্তিক শিল্পের মানব সম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হচ্ছে এই শিল্পের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতার ক্রমাগত উন্নয়ন। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নের মধ্যে তাদের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে চা শিল্পে নিয়োজিত মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ১২ বছর মেয়াদী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে যা চা বাগানের ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধানকারী স্টাফ এবং চা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। চা বোর্ডের প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট এর মাধ্যমে চা বাগান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও চা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্তভাবে মোট ৪৯৯.৮১ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবেঃ*

টেবিল-১৩

চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি (ক)

(পরিমাণ কিঃমিঃ/সংখ্যা এবং ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৮-২০১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪		৩য় ২বছর ২০২৪-২০২৫ থেকে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়
স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা- (চা বাগানের ব্যবস্থাপক/সহকারীগণের জন্য)	৭৫	১২.০০	৭৫	১২.০০	২০	৩.২০	১৭০	২৭.২০
চা উৎপাদন কোর্স- (ষ্টাফদের জন্য)	৬০	২.১৬	৮০	৩.০৬	৪০	৩.১৮	২২০	৮.৪০
কর্মশালা- (ব্যবস্থাপকগণের জন্য)	২৪০	৪.৮০	২৪০	৫.০৪	২৪০	৫.২৯	৯৬০	১৫.১৩
বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ- (ষ্টাফদের জন্য)	২৪০	৪.৮০	২৪০	৫.০৪	২৪০	৫.২৯	৯৬০	১৫.১৩
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	২৪০	৪.৮০	২৪০	৫.০৪	২৪০	৫.২৯	৯৬০	১৫.১৩
চা বাগান স্বাস্থ্য সেবক প্রশিক্ষণ	৪০	২.৪০	৪০	২.৫২	৪০	২.৬৫	১৬০	৭.৫৭
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	৩০০	৭৫.০০	-	-	-	-	৩০০	৭৫.০০
প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা	৪০	১.৬০	৪০	১.৬৮	৪০	১.৭৬	১৬০	৫.০৪
শিক্ষা সফর	৪০	১.২০	৪০	১.২০	৪০	১.২৫	১৬০	৩.৬৫
বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ	৭০	৪.৫৫	৭০	৪.৭৮	৭০	৫.০১	২৮০	১৪.৩৪
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	১২০	৩.৬০	১২০	৩.৭৮	১২০	৩.৯৭	৫০০	১১.৩৫

টেবিল-১৪

চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্মসূচি

বিনিয়োগের খাত	১ম ৫ বছর ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৮-২০১৯		২য় ৫ বছর ২০১৯-২০২০ হতে ২০২৩-২০২৪		৩য় ২ বছর ২০২৪-২০২৫ থেকে ২০২৫-২০২৬		মোট	
	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়	সংখ্যা	ব্যয়
চা বোর্ড, PDU এবং BTRI এর কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ	১২	৬০.০	১২	৬০.০	৭	৩৫.০	৩১	১৫৫.০০
প্লানিংএকাডেমি/ বিপিএটিসিতে	০৩ PDU ০৩ BTRI	৭.৮০	০৩ PDU ০৩ BTRI	৮.৪০	০২ PDU ০২ BTRI	৬.০০	০৮ PDU ০৮ BTRI	২২.২০

(প্রকল্প পরিকল্পনা) প্রশিক্ষণ	০৩ BTB ০৩ BKB/ RAKEUB		০৩ BTB ০৩ BKB/ RAKEUB		০২ BTB ০২ BKB/ RAKEUB		০৮ BTB ০৮ BKB/ RAKEUB	
BIM/ BARD/ BARI তে (অফিস ব্যবস্থাপনা) স্থানীয় প্রশিক্ষণ	০৫ PDU ০৫ BTRI ০৫ BTB ২০ (চা বাগান)	৫.২৫	০৫ PDU ০৫ BTRI ০৫ BTB ২০ (চা বাগান)	৭.০০	০২ PDU ০২ BTRI ০২ BTB ১৫ (চা বাগান)	৪.৪২	১২ PDU ১২ BTRI ১২ BTB ৫৫ (চা বাগান)	১৬.৬৭
মোট		২২৫.৯		১৫৫.৫		১১৮.৩		৪৯৯.৮১

২২. চা এর সরবরাহ ও চাহিদা: *নিম্নের ছকে ২০২১ ও ২০৪১ সালে চা এর সম্ভাব্য সরবরাহ ও চাহিদার তথ্যাদি প্রদান করা হলোঃ*

টেবিল-১৫
চা এর সরবরাহ এবং চাহিদা

(পরিমাণ মিঃ কেজি এবং মূল্য লক্ষ টাকায়)

বছর	চা আবাদি জমি (হে:)	চাহিদা (মি: কেজি)	কর্ম পরিকল্পনা ছাড়া উৎপাদন (মি: কেজি)	কর্ম পরিকল্পনা সহ উৎপাদন মি: কেজি)	উদ্বৃত্ত+	
					পরিমাণ (মি: কেজি)	মূল্য (মি: টাকা)
২০২১	৬৩,৪১৭	৭৬	৭০	১০০	(+) ২৪	৪৩২০
২০৪১	১৬৩,০০০	১১০	৮৫	২৮৫	(+) ১৭৫	৫৭০০০

২৩. অর্থায়ন পদ্ধতি: *প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৬,৭৩৫.৭০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ঋণের অংশ ৮৩,৪৭৯.৯৭ লক্ষ টাকা (৮৬.৩০%) এবং অনুদান অংশ ১৩,২৫৫.৭৩ লক্ষ টাকা (১৩.৭০%)। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারের নিজস্ব উৎস হতে প্রদান করা যেতে পারে অথবা ইসি, ডিএফআইডি, জাইকা, সিএফসি, ইউএনডিপি, এডিবি, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের যৌথ উদ্যোগে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণের বিষয়টি বিবেচিত হলে যথাযথ পর্যায় থেকে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ঋণের অংশ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি) এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এর মাধ্যমে সহজ শর্তে 'ব্যাংক রেট' অথবা ভর্তুকি সুদে ঋণ হিসাবে প্রদান করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে 'বিকেবি' এবং 'রাকাব' কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।*

২৪. চা শিল্পে মূল্য সংযোজন: *প্রচলিত চা নিলাম ব্যবস্থার পাশাপাশি বর্তমানে বাগান হতে সরাসরি প্যাকেটজাত চা বিপণন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এ ব্যবস্থায় চা বাগানগুলোকে তাদের বাৎসরিক উৎপাদনের ২৫% পর্যন্ত বাগানে প্যাকেটজাত করে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির অনুমতি দেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে তিনটি দেশীয় কোম্পানি তাদের বাগানে উৎপাদিত চা নিজেদের ব্র্যান্ডে প্যাকেটজাত করে নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র এবং খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতাদের মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে থাকে। তাছাড়া, আরো কিছু ব্লেন্ডিং প্রতিষ্ঠান নিলাম থেকে চা ক্রয় পূর্বক নিজস্ব ব্র্যান্ডে প্যাকেটজাত করে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি ও বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। ব্লেন্ডিং ও প্যাকেটজাতকরণ এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যকে মূল্য সংযোজিত করে ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হয়। ভোক্তারা সঠিক ওজন ও অভিন্ন গুণাগুনের জন্য প্যাকেটজাত চা পছন্দ করেন। বাংলাদেশে উৎপাদিত অধিকাংশ চা উৎপাদিত দ্রব্য হিসেবে বাজারজাত করা হয়, পণ্য হিসেবে নয়। ফলে উৎপাদনকারীগণ তাদের উৎপাদিত দ্রব্য ভাল দামে বিক্রি করতে পারে না। মূল্য সংযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে বাংলাদেশে উৎপাদিত চা এর মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব।*

ক. চা এর উদ্দিষ্ট ভোক্তা: *দেশ ও বিদেশের উদ্দিষ্ট ভোক্তাদের পছন্দ অনুযায়ী চা প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে। বিশেষ প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিতে ভোক্তাদের পছন্দ অনুযায়ী প্যাকেটজাত করা হলে চা এর মূল্য কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পাবে।*

খ. প্রচারণাঃ *দেশে ও বিদেশে পত্র, পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে উৎপাদিত চা এর গুণাগুন ও চা পানের উপকারিতা প্রচারের মাধ্যমে চা'এর চাহিদা বৃদ্ধি করা সম্ভব।*

*গ. **দ্রব্য পার্থক্যকরণ (পণ্য বিভেদ):** ভোক্তার ধরণ তথা প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী চা প্যাকেটজাত করে একই চা বিভিন্ন ভাবে ভোক্তাদের নিকট উপস্থাপন করা হলে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।*

*২৫. **বাংলাদেশের চায়ের জন্য ব্র্যান্ড তৈরি:** বাংলাদেশে বিদ্যমান চা বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় মূলতঃ চা বাগানগুলোতে তৈরি চা বাক্স হিসেবে বাগান থেকে চট্টগ্রাম নিলামে প্রেরণ করা হয়। নিলাম থেকে বিডারগণ চা ক্রয় করে বাক্স হিসেবে অথবা প্যাকেটজাত করে পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে বাজারে সরবরাহ করে থাকে। তাছাড়া, উৎপাদিত চায়ের কিছু অংশ উৎপাদনকারীগণ, বাংলাদেশ চা বোর্ডের অনুমতিক্রমে বাগানে প্যাকেটজাত করে সরাসরি বাজারে সরবরাহ অথবা বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। টি ট্রেডার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত ব্রোকারদের মাধ্যমে সপ্তাহিক ভিত্তিতে চা'এর নিলাম পরিচালনা করে থাকে। বিডারগণ অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহের জন্য নিলাম মূল্যের ওপর ১৫% ভ্যাট দিয়ে এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য শূন্য ভ্যাটে নিলাম থেকে চা ক্রয় করে থাকে। চা বাগানগুলোতে তৈরি চা বিশেষভাবে তৈরি ব্যাগ/বস্তায় ভর্তি করে ব্যাগে/বস্তার ওপর সংশ্লিষ্ট চা বাগানের নাম, চায়ের ধরণ, গ্রেড, ওজন ইত্যাদি তথ্যাদি লিখে নিলামের জন্য প্রেরণ করা হয়। চা তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাঁচা পাতার উৎসের ভিত্তিতে তৈরি চা-কে ক্লোন চা ও বীজজাত চা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে তৈরি চা-কে আবার সিটিসি (৯৯.৫০%) অর্থোডকার (০.০০%) এবং গ্রীন টি (০.০৫%) এ তিন শ্রেনীতে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশে সিটিসি পদ্ধতিতে উৎপাদিত চা-কে চা দানার আকারের ভিত্তিতে আবার দশটি গ্রেডে ভাগ করা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে চায়ের ব্র্যান্ড তৈরি করা সম্ভব। প্রাথমিকভাবে বিটিআরআই খামারে তৈরি বিটি-২ জাতের চা দিয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহের জন্য ব্র্যান্ড তৈরি করা যেতে পারে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য কোলানজাত চা দ্বারা পৃথক ব্র্যান্ড তৈরি করা যেতে পারে।*

*২৬। **সুপারিশ:** বাংলাদেশের চা শিল্পের বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করা হলঃ*

ক. বাংলাদেশের চা' এর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উল্লিখিত দশটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ. চা খাতে বিনিয়োগের বৃদ্ধির জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

গ. চায়ের মাঠ ও কারখানা উন্নয়ন এবং শ্রমিক কল্যাণ সুবিধাদি বৃদ্ধির নিমিত্ত দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের জন্য স্বল্প সুদে সহজ কিস্তিতে পর্যাপ্ত তহবিল দেয়া আবশ্যক। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলা করে টেকসই চা উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন।

ঘ. চা সেক্টেরে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক রেট সুদে পুনঃঅর্থায়ন, সুদ ভর্তুকি এবং অনুদান প্রদান করা যেতে পারে।

ঙ. বাংলাদেশ চা বোর্ডের উন্নয়ন কার্যাবলীকে যতদূর সম্ভব বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

চ. চা শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই শিল্পের সাথে জড়িত সকলের সম্বলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

*২৭.**উপসংহার:** জনসাধারণের নিকট সবচেয়ে কমদামি এবং সর্বাধিক উপভোগ্য পানীয় বিধায় দেশে ও বিদেশে অদূর ভবিষ্যতে চায়ের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। লক্ষণীয় যে, আমাদের দেশে চায়ের উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে এবং বৃহদাকারে বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা না গেলে, শীঘ্রই চায়ের রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবে, এমনকি ২০১৬ সাল নাগাদ বাংলাদেশ একটি নীট চা আমদানিকারক দেশে পরিণত হবে। এই প্রেক্ষাপটে আমরা চা আমদানি করবো নাকি অধিক চা উৎপাদনের জন্য চা খাতে বিনিয়োগ করবো সে বিষয়ে একটি নীতিগত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি বাজার সংরক্ষণের জন্য অতিরিক্ত ৩৪ মি: কেজি চা উৎপাদন করা অপরিহার্য। এই অতিরিক্ত চা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের ক্ষমতা চা বাগান মালিক ও ক্ষুদ্র চা উৎপাদনকারীদের নেই। এ অবস্থায় বিদ্যমান প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করে চা শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিকতর বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ অত্যাবশ্যক। প্রতি বছর বাংলাদেশ চা বোর্ডের কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। উন্নয়নের জন্য সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব পদ্ধতিও অনুসরণ করা যেতে পারে। আমাদেরকে স্পর্শকাতরতা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং চা শিল্পে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ নিরূপন করতে হবে। যেহেতু চা শিল্পের সাথে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের বিষয় সম্পৃক্ত সেহেতু এই শিল্পকে বাচিয়ে রাখা আবশ্যক। চা একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প, আমরা এর পূর্বের ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে দিতে পারি না। বাস্তবতা এই যে বর্তমান উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি*

ছাড়া উৎপাদনকারীগণের টিকে থাকা কঠিন। এই প্রেক্ষিতে চা শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। রুগ্ন চা বাগানের মালিকেরা বাগান উন্নয়নে সক্ষম না হলে বাগানগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও দক্ষ উদ্যোক্তাদের নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন। চা খাতের মূল সমস্যা হচ্ছে বিনিয়োগের অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট উৎপাদনের নিম্ন প্রবৃদ্ধি। বিনিয়োগের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল প্রবাহ থাকলে চায়ের উৎপাদন অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। একই সাথে এ শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, চা বাগানগুলোর লভ্যাংশ বৃদ্ধি করবে ফলে চা শ্রমিকদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। চা শিল্পের সম্ভবতা অনুধাবনের জন্য এক্ষণে বাংলাদেশের চা' এর জন্য উন্নয়ন সহযোগীতার পাশাপাশি প্রণীত উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল যোগান ও সহায়তা দেয়া প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে যথাযথ কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যতদ্রুত সম্ভব উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম এগিয়ে নিতে হবে যাতে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি তাঁর পুরোনো গৌরব "চা রপ্তানিকারক দেশ- বাংলাদেশ তাঁর অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে রপ্তানি অব্যহত রেখেছে " শ্লোগানটি উচ্চারণ করতে পারে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় রপ্তানি বৈচিত্রকরণ ও বহুমূখী করণ লক্ষ্যকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।